স্কুল অফ এক্সিলেন্স ইস্টবেঙ্গলের আয়োজনে ফুটবল টুর্নামেন্ট



ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের খারাসাতস্থিত স্কুল অফ এক্সিলেন্স কেন্দ্রে ১৯শে জানুয়ারি থেকে ১৯শে জানুয়ারি পর্যন্ত অনুষ্ঠিত ছাত্র স্তরে অনুষ্ঠিত ইস্টবেঙ্গল এডুকেশন কাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট শেষ হয়েছে। ফাইনালে বিপক্ষকে ৩-১ গোলে হারিয়ে সেরা হয়েছে ইস্টবেঙ্গল স্কুল অফ এক্সিলেন্স। বিজয়ী দলের হাতে ট্রফি তুলে দেন ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের সচিব দেবব্রত সরকার। টুর্নামেন্টের সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হয়েছে ইস্টবেঙ্গল স্কুল অফ এক্সিলেন্সের ছাত্র সৌম্যদীপ মন্ডল। ফাইনাল ম্যাচ উপভোগ করতে মাঠে ভিড় জমিয়েছিলেন প্রচুর ফুটবলপ্রেমী, স্কুল এবং ক্লাবের কর্তাব্যক্তিরা। ছবিতে ফাইনাল ম্যাচের একটি মুহূর্ত।



সম্পাদক : ডাঃ শান্তিরঞ্জন দাশগুপ্ত সম্পাদকমণ্ডলী : রাজীব গুহ, পারিজাত মৈত্র, সুদীপ্ত ভট্টাচার্য
ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের পক্ষে মানিক দাসগুপ্ত কর্তৃক প্রকাশিত এবং কম্পোজ ওয়ার্ল্ড ছাপা মুদ্রিত।
ইস্টবেঙ্গল সমাচার নিয়মিত পাওয়া যাচ্ছে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব স্টলে
ফোন : ৯৬৬-২২৯৮৬৬২ e mail:www.eastbengalclub.com

ইস্টবেঙ্গল সমাচার
EAST BENGAL CLUB KOLKATA
শারদীয়া সংখ্যা
আগস্ট-অক্টোবর, ২০২৬ ▪ দাম-৫০ (পঞ্চাশ টাকা)

রাষ্ট্রপতির হাত থেকে প্রেসিডেন্ট কাপ গ্রহণ

ডুরান্ড কাপ জয়ী ইস্টবেঙ্গল



রাষ্ট্রপতি ভবনে সম্মানিত ইস্টবেঙ্গল



সুধীর কর্মকার নামাঙ্কিত নবনির্মিত প্লেয়ার বক্স



আগস্ট-অক্টোবর, ২০২৬ ইস্টবেঙ্গল সমাচার • পঞ্চদশ বর্ষ • অষ্টম সংখ্যা

এএফসি'র গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন ইস্টবেঙ্গলে প্রমীলা বিগ্রেড



এএফসি'র মূল পর্বে যাওয়ার উল্লাস



সূচি

ডুরান্ড কাপ চ্যাম্পিয়ন

অগাষ্ট- অক্টোবর ২০২৬

পারিজাত মৈত্র	:	ক্লাব প্রতিষ্ঠার ইতিহাস	২-৩
সমাচার প্রতিবেদন	:	১০৭তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী	৪-৭
সমাচার প্রতিবেদন	:	জীবনের সেরা পুরস্কার	৮
সমাচার প্রতিবেদন	:	অভিভূত সুলঞ্জনা এবং সাথী	৯
সমাচার প্রতিবেদন	:	১০৭তম প্রতিষ্ঠা দিবসের কিছু মুহূর্ত	১০-১২
সমাচার প্রতিবেদন	:	দীপক দাস-এর ৮৭তম জন্মদিন পালন	১৩-১৫
সমাচার প্রতিবেদন	:	তুমি আছো হৃদয়ের গভীরে	১৬-১৭
সুদীপ্ত ভট্টাচার্য	:	জীবনের সেরা সম্মান : সুধীর কর্মকার	১৮-১৯
সমাচার প্রতিবেদন	:	ডুরান্ড জয় দিয়ে মরশুম শুরু ইস্টবেঙ্গলের	২০
সমাচার প্রতিবেদন	:	এডমুন্ডরা আগামীর সম্পদ	২১
সমাচার প্রতিবেদন	:	ইস্টবেঙ্গলকে চ্যাম্পিয়ন করার লক্ষ্য প্রিয়াঙ্কার	২২
সমাচার প্রতিবেদন	:	সম্মাননা পেয়ে অভিভূত কল্পনাদেবী-মনোময়-ঋজুরা	২৩
বিকাশ পাঁজি	:	আইএসএল জয় সব দুঃখ ভুলিয়ে দিয়েছে	২৪
সমাচার প্রতিবেদন	:	ইস্টবেঙ্গলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা	২৫
সমাচার প্রতিবেদন	:	আমাদের অলঙ্কার	২৬
সমাচার প্রতিবেদন	:	ক্লাবের বার্ষিক সাধারণ সভা	২৭-২৮

ময়দানে স্বাগত ব্রাজিল





সম্পাদকীয়

এরপর একদিন মাঠে আলো জ্বলে, গ্যালারি ভরে যায় কানায়, কানায়, হাজার কল্লোলিত ধ্বনিতে সরগরম গোটা মাঠ চত্বর, কিন্তু তিনি আর ওই আকাশী-সাদা ১০ নম্বর জার্সিটা পরে মাঠে নামেন না। তখনই বুঝে নিতে হয়, সেই মানুষটি আর কোনও দিন আকাশী-সাদা জার্সি পরে মাঠে নামবেন না। শুধু থেকে যাবে তাঁর গল্পটা। হ্যাঁ লিওনেল মেসির গল্পটাও বুঝি ঠিক এই রকম। গত ৩১ অগাস্ট সমাজ মাধ্যমে আর্জেন্টিনার অধিনায়ক তাঁর আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে অবসরের কথা ঘোষণা করেছেন। খুবই কাঙ্ক্ষিত ও অনুমিত একটা ঘটনা। কিন্তু তারপরও বিস্ময়কর লাগে! কারণ আর্জেন্টিনার আকাশী-সাদা ১০ নম্বর জার্সিটা এতদিন শুধু একটা জার্সি ছিল না। ছিল, গত দুই দশক ধরে মানুষের শরীরের সঙ্গে লেগে থাকা দ্বিতীয় চামড়া হিসেবেও। একটা দেশের নাগরিকদের পাশাপাশি গোটা বিশ্বের হাজার, হাজার, মানুষের কান্না, অভিমান, আবেগ, ভালোবাসা সর্বকিছুর ঠিকানা ছিল ওই আকাশী-সাদা ১০ নম্বর জার্সিটা। আর সেই ঠিকানাই বদলে গেল এবার। মেসি তাঁর অবসরের সেই বার্তায় লিখেছেন, তাঁর এমন সিদ্ধান্ত কষ্ট দিয়েছে শরীরের আত্মাকে। কিন্তু আমার আর কিছু করার নেই। কারণ, আমার যে আর কিছুই দেওয়ার বাকি নেই। হয়তো নেই। কারণ এই গল্প শুরু হয়েছিল কোনও কিছু পাওয়া দিয়ে নয়, না পাওয়ার কঠিন যন্ত্রণা দিয়ে।

সাল ২০০৫। আর্জেন্টিনার জার্সিতে এক কিশোর প্রথমবার বিশ্বকে জানান দিয়েছিল, তাঁর পায়ের কাছে বল থাকলে সময় একটু থমকে দাঁড়ায়। অথচ একবার যদি একটু খুঁটিয়ে চিন্তা করা যায়, তাহলে দেখা যাবে, জাতীয় দলে মেসির লড়াইয়ের পথ কখনও সহজ ছিল না। কেননা তার আগে গোটা বিশ্বের ফুটবল দুনিয়ার কাছে আর্জেন্টিনা মানেই ছিল দিয়াগো আর্মান্দো মারাদোনা। আর সেই দলে মেসি ছিলেন দিয়াগোর উত্তরসূরি। সহজেই অনুমেয় কি ভয়ংকর একটা পরিচয়। দেশের জার্সি গায়ে লিও যেমন গোল করতেন, অ্যাসিস্ট করতেন, আবার প্রতিপক্ষের ডিফেন্স ভেঙে একটা গোল করে ম্যাচের মোড় ঘুরিয়ে দিতেন। তবুও মেসির বিরুদ্ধে সমালোচকরা নীরব থাকতেন না। বলতেন, 'ক্লাবের মেসি দেশের জার্সিতে কোথায়?'

এরপর ধীরে ধীরে ক্রমশ সময় এগিয়ে চলেছে। অবশেষে এল ২০১৪ সাল। স্থান ব্রাজিলের মারকানা স্টেডিয়াম। বিশ্ব ফুটবলের সেরা মহারণের ফাইনাল ম্যাচ। যেখানে ট্রফি জয়ের জন্য একটা দেশ দীর্ঘ ২৮ বছর ধরে অপেক্ষা করছে। আর একজন মানুষ তাঁর জীবনের সেরা স্বপ্নটার একেবারে দরজার সমানে দাঁড়িয়ে আছেন। কিন্তু না, এবারও সেই দরজাটা খুললো না। জার্মানদের কাছে পরাজিত হয়েই ব্যর্থ মনোরথে মাঠ ছাড়তে হয়েছিল মেসি-সহ গোটা আর্জেন্টিনা দলকে।

ম্যাচ জিতে ভিকট্রি ল্যাপের সামনে যখন জার্মান খোলোয়াড়রা জয়ের উল্লাসে মাতোয়ারা, গোটা মারাকানা জুড়ে আকাশ যখন জার্মান সমর্থকদের আতশবাজির আলোয় ঢেকে গিয়েছে, ঠিক সেই সময় ওই ভিকট্রিল্যাপের সামনে আকাশী-সাদা জার্সি পরিহিত ছোট্ট একটি মানুষ অবাক দৃষ্টিতে সেই আনন্দের দৃশ্য দেখতে দেখতে হয়তো নিজের মনের কাছেই প্রশ্ন করছেন, 'আর কত দূর, কত দূর গেলে আমি আমার দেশের জন্য যথেষ্ট হব?' তারপর মাঝে আরও দু'বার। ২০১৫ সাল, কোপা আমেরিকার ফাইনাল। চিলির কাছে হার। টাইব্রেকারে মেসি পেনাল্টি মিস করলেন। এখানেই শেষ নয়, এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটল ২০১৬ সালে। এবারেও সেই চিলির কাছেই ফাইনালে টাইব্রেকারে হার। না আর পারা যাচ্ছে না। আর কি করলে দেশের জার্সিতে ট্রফিজয় সম্ভব? এই ভাবতে ভাবতেই চোখের জল ফেলেছেন মেসি। আর এতটাই ভেঙে পড়েছিলেন যে, জাতীয় দল থেকে সরে যাওয়ার কথাও ঘোষণা করে দিলেন তিনি।

ভাবা যায়! বিশ্বের সেরা একজন ফুটবলার, যাঁর ক্লাব ফুটবলে সব কিছু জেতা হয়ে গিয়েছে, অথচ দেশের হয়ে একটাও বড় ট্রফি জয়ের রেকর্ড নেই। আর সেই অভাবটাই যেন তাঁর সমস্ত অর্জনকে আর্জেন্টিনার চোখে ছোট করে দিচ্ছিল। সে সময় হয়তো মেসি বুঝতে পারেননি, কিছু গল্পের শেষটা লিখতে এত সময় লাগে। আবার কিছু মানুষকে কিংবদন্তি হতে হলে আগেও অনেকবার ভাঙতে হয়।

এরপর ২০২১,২০২৪ কোপা আমেরিকা ও ২০২২ সালে বিশ্বকাপ জয় যেন অনেক কিছুর জবাব দিয়েছিল। এরপর আবার ২০২৬। কিন্তু এবার আর ট্রফিজয় হয়নি। স্পেনের কাছে হেরে রানার্স হয়েই থাকতে হয়েছে মেসিদের। তাই বিশ্বকাপ শেষ হওয়ার বেশ কিছুদিন পরই আন্তর্জাতিক ফুটবল থেকে তাঁর অবসরের ঘোষণা। এবার থেকে বিশ্ব দেখবে মেসিহীন আর্জেন্টিনাকে। এ যে বড়ই বেদনার। তবুও যেন যে কঠিনকে মানতে হবে সহজ করেই।

শারদ শুভেচ্ছা

আমাদের পাঠক, বিজ্ঞাপনদাতা, লেখক সকলকে জানাই
শুভ শারদীয়া ও দীপাবলির প্রীতি এবং শুভেচ্ছা।

ফিরে দেখা : ইস্টবেঙ্গল ক্লাব প্রতিষ্ঠার ইতিহাস



পারিজাত মৈত্র

ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুর থেকেই বাংলার পূর্ব দিকের মানুষদের সঙ্গে কলকাতা বা তার আশেপাশে বসবাসকারী মানুষদের একটা দূরত্ব তৈরি হতে থাকে। আসলে ওই শতাব্দীর প্রথম দিকে পদ্মার ওপার থেকে প্রচুর ছেলে পড়তে আসতেন এখানকার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। তাঁদের ভাষা ঠিক কলকাতার লোকেদের মতো ছিল না। আচার ব্যবহারে তাঁদের সরলতা অনেক সময় মজার খোরাক জোগাতো এখানকার ছাত্রদের। পূর্ব বাংলা থেকে আগত ছাত্রদের তাঁরা বলতেন 'বাঙাল', খানিকটা ব্যঙ্গ করে, খানিকটা নিন্দার ছলে। তার সঙ্গে যুক্ত হলো তাচ্ছিল্যও। এই সব নিত্য অপমানের জবাব দেওয়ার সমুচিত হাতিয়ার সেই সময়ে তাঁদের ছিলো না। কিন্তু দিনের পর দিন পুঞ্জিভিত ক্ষোভ তাঁদের মনে এবং শরীরে জমা হচ্ছিল।

এত বঞ্চনা আর মানসিক ক্ষোভের মধ্যেও ১৯১১ সালে মোহনবাগানের শিল্ড জয় আর সেক্ষেত্রে সেই দলে আটজন পূর্ববঙ্গের খেলোয়াড়ের লড়াই তাঁদের প্রতিবাদের একটা হাতিয়ার হয়ে উঠেছিল। ঠিক তার পরে পরেই ঢাকা ওয়াড়ির উত্থান আর পূর্ববঙ্গের খেলোয়াড়দের লড়াই মানসিকভাবে সাহস যুগিয়েছিল পূর্ববঙ্গের মানুষদের মনে। এক্ষেত্রে বলে রাখা ভালো, ঢাকা ওয়াড়ি ১৯১৫ সালে কলকাতায় প্রথম শিল্ড খেলতে আসে, আর ১৯১৮ সালের শিল্ডে মোহনবাগানকে হারিয়েও দেয় তারা। এই সবের মধ্য দিয়েই কলকাতায় বসবাসকারী অসংখ্য পূর্ববঙ্গের লাঞ্ছিত, অপমানিত মানুষরা নিজেদের কিছুটা হলেও প্রতিবাদের ভাষা খুঁজে পেতে শুরু করেছিলেন। এবং এর সঙ্গে সঙ্গে পূর্ববঙ্গীয় সমাজ গর্ববোধ করতো ঢাকা ওয়াড়ির উত্থানে।

ঠিক এইখান থেকেই ইস্টবেঙ্গল ক্লাব প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখা শুরু। উয়াড়ি যেমন ঢাকার ক্লাব হয়ে কলকাতায় খেলতে এসে পূর্ববঙ্গীয় মানুষদের মনে হাসি ফুটিয়ে তোলে, ঠিক তেমনই এখানকার অপমানিত পূর্ববঙ্গীয় মানুষজন অনেক বছর ধরে চেষ্টায় ছিলেন, এখানেই একটা ক্লাব করবেন, যা কিনা উয়াড়ির মতো পূর্ববঙ্গীয় খেলোয়াড়দের নিয়ে গঠিত হবে। আর এদেশের ক্লাবগুলোকে বুঝিয়ে দেবে, দেখিয়ে দেবে তাচ্ছিল্য করা বাঙালরা তার সঠিক জবাব দিতে জানে।

এক্ষেত্রে যে ঘটনাটি ঘটেছিল, তার ফলে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব সৃষ্টির স্বপ্ন পূর্ণতা পেয়েছিল। আর এই পর্যায়ে বলতে গেলে, প্রথমেই বলতে হবে শৈলেশ বসুর কথা। তিনি ছিলেন পূর্ব বাংলার মালখান নগরের বিখ্যাত বসু পরিবারের ছেলে। তিনি খেলার শিক্ষকের (গেমস টিচার) চাকরি করতেন মেট্রোপলিটন কলেজে (বর্তমান নাম বিদ্যাসাগর কলেজ), আর ফুটবল খেলতেন স্পোর্টিং ইউনিয়ন ক্লাবে। কিন্তু কলেজ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কিছু বিষয়ে ঝামেলার পর তিনি সেই চাকরি ছেড়ে দিয়েছিলেন। এরপর কিছুদিন চাকরির সন্ধানে ঘোরার পর সুরেশ চৌধুরীর সঙ্গে যোগাযোগ হয় তাঁর। সুরেশবাবুর নানান ব্যবসা ছিলো এবং তার পাশাপাশি তিনি ছিলেন জোড়াবাগান ক্লাবের ভাইস প্রেসিডেন্টও। এদিকে শৈলেশবাবু চাকরি খুঁজছেন শুনে সুরেশবাবু তাঁকে চাকরি দিতে রাজি হয়েছিলেন একটি শর্তে। সেটি হল শৈলেশবাবুকে স্পোর্টিং ইউনিয়ন ছেড়ে জোড়াবাগানের হয়ে খেলতে হবে এবং সুরেশবাবুর সেই প্রস্তাবে রাজি হয়েই শৈলেশ বসু স্পোর্টিং ইউনিয়ন ছেড়ে জোড়াবাগান দলে যোগ দিয়েছিলেন।

তারপর ১৯২০ সালের ২৮ জুলাই তৎকালীন কোচবিহার ট্রফির একটি ম্যাচে মোহনবাগানের বিপক্ষে জোড়াবাগান ম্যাচে পরাজিত হওয়ার পরই অভিযোগের আঙুল উঠেছিল দলের দুই বাঙাল সদস্য নসা সেন ও শৈলেশ বসুর দিকে। এখানেই শেষ নয়, এদের পাশাপাশি ওই ম্যাচে হারের পর জোড়াবাগান ক্লাবের এক কর্তা তাঁদের প্রেসিডেন্টের কাছে অভিযোগ করেছিলেন, সেই সময়ে ওই ক্লাবের ভাইস প্রেসিডেন্টের পদে থাকা সুরেশচন্দ্র চৌধুরীর বিরুদ্ধেও। নাগপুরের জমিদার সুরেশবাবুরা আদতে ছিলেন পূর্ব বাংলার মানুষ। কাজেই বাঙাল বলে তাঁকে ক্লাবের কর্মসমিতি থেকে বাদ দেওয়ার অনুরোধও প্রেসিডেন্টের কাছে করেছিলেন ওই কর্তা। এই ঘটনা শোনার পরেই প্রচণ্ড অসন্তুষ্ট হয়েছিলেন সুরেশবাবু। তৎক্ষণাৎ তিনি চিঠি লিখে জোড়াবাগান ক্লাবের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করে নতুন ক্লাব তৈরির পরিকল্পনা করেছিলেন। তাঁর সঙ্গে এই কাজে যুক্ত হয়েছিলেন শৈলেশ বসু, রমেশ চন্দ্র সেন এবং অরবিন্দ ঘোষ।

এরপর ২৯ জুলাই বিকেলে সুরেশবাবু তাঁর উত্তর কলকাতার বাড়িতে শৈলেশ বসু, নসা সেন ও অরবিন্দ ঘোষদের নিয়ে নতুন ক্লাব তৈরির বিষয়ে বৈঠকে বসেছিলেন এবং সেখানেই শৈলেশ বসু নতুন ক্লাবের নাম ইস্টবেঙ্গল রাখার প্রস্তাব দিয়েছিলেন। ইতিহাস ঘেঁটে জানা যায়, ইস্টবেঙ্গল নামের সঙ্গে প্রাদেশিকতার ছোঁয়া থাকায়, প্রথমে সুরেশবাবুর আপত্তি থাকলেও পরে অবশ্য তিনি এই প্রস্তাব মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু কি করে ইস্টবেঙ্গল নামক নামটাই শৈলেশবাবুর মাথায় এসেছিল? এই প্রসঙ্গে জানা যায়, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসদের (অবশ্য তখনও তিনি দেশবন্ধু হননি) একটি পারিবারিক ক্লাব ছিল। যার নাম ছিল ইস্টবেঙ্গল। সেখানে বন্ধু বান্ধবুদের নিয়ে তাস, দাবা খেলার পাশাপাশি সামাজিক কাজকর্মও করা হতো। এরপর ক্লাবটি বন্ধ হয়ে গেলেও সেই ক্লাবের নাম খুব পছন্দ ছিল শৈলেশবাবুর। তখন থেকেই তিনি চিন্তা করেছিলেন নতুন ক্লাবের নাম রাখা হোক ইস্টবেঙ্গল। কিন্তু সেই সময়ের কিছু নামকরা দৈনিকে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের নামকরণের বিষয়টি নিয়ে যে তথ্য প্রকাশিত হয়েছিল, তাতে লেখা ছিল ১৯১১ সালে ক্যালকাটা ইউনিয়ন নামে একটি ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

এই ক্লাবের বেশিরভাগ সদস্যই ছিলেন কলকাতায় বসবাসকারী পদ্মাপাড়ের (পূর্ববঙ্গের) মানুষ। ক্লাবের সভাপতি ছিলেন জেএম সেনগুপ্ত। সেই সময় থেকেই ক্যালকাটা ইউনিয়ন ক্লাবের সঙ্গে জড়িত ছিলেন শৈলেশ বসু। যিনি ফুটবলের পাশাপাশি ক্রিকেটেও ছিলেন সমান দক্ষ।

ক্যালকাটা ইউনিয়ন ক্লাবে প্রথম দিকে ক্রিকেট এবং টেনিস খেলা হতো। তারপর ১৯১৪ সালে এই ক্লাবের নাম পরিবর্তন করে রাখা হয়েছিল ইস্টবেঙ্গল ক্লাব এবং তারপর থেকে সেখানে চালু হয় ফুটবল খেলাও। ওইসব দৈনিকে এটাও উল্লেখ করা হয়েছিল ১৯১৯ ও ১৯২০ সালে লক্ষ্মীবিলাস শিল্ড ও কোচবিহার ট্রফিতে অংশ নেওয়া ইস্টবেঙ্গল ক্লাবই হয়ে ওঠে আজকের ইস্টবেঙ্গল ক্লাব। তবে এ কথা ঠিক, ১৯২০ সালের আগে কলকাতা শহরের উপকণ্ঠে পদ্মাপাড়ের মানুষদের হাত ধরে বেশ কয়েকটি ক্লাব গড়ে উঠেছিল, যাদের নাম ছিল ইস্টবেঙ্গল ক্লাব। সুরেশ চৌধুরী ১৯২০ সালের ১ অগাস্ট ইস্টবেঙ্গল ক্লাব প্রতিষ্ঠা করার পর পূর্বের সমস্ত ক্লাবগুলো দ্রুত এই নতুন ক্লাবের ছত্রছায়ায় চলে আসে। তাই ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের জনপ্রিয়তা অচিরেই বহুলাংশে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছিল। ক্লাব প্রতিষ্ঠার বছর থেকেই এরকম সমর্থকদের জনজোয়ার ভারতের বুকে দ্বিতীয় কোনও ক্লাবের ক্ষেত্রে ঘটেনি। এদিকে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের সঙ্গে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস শুধু জড়িতই ছিলেন তা নয়, তিনি ছিলেন ক্লাবের প্রধান পৃষ্ঠপোষকও। তাঁর হাত ধরেই ক্লাবের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন দেশপ্রিয় যতীন্দ্র মোহন সেনগুপ্ত। এখানেই শেষ নয়, ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন বাংলার বাঘ স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ও। দেশকে পরাধীনতার শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করতে তাঁর আপসহীন সংগ্রামকে নিজের জন্মলগ্ন থেকেই অনুসরণ করে আসছিল ইস্টবেঙ্গল এবং তাঁর প্রয়াণের পর ব্রিটিশদের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করেও ধর্মতলার ভিক্টোরিয়া হাউসের সামনে স্যার আশুতোষের অবয়ব মূর্তি স্থাপন করেছিল ইস্টবেঙ্গল ক্লাব। যা আজও সুদৃশ্যমান।

শুধু ইনারাই নন, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সঙ্গেও ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের একটা প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ছিল। বিশ্বকবির একটা নিজস্ব ফুটবল দল ছিল। যার নাম ছিল, বিশ্বভারতী একাদশ। সেখান থেকে বাছাই করা সেরা খেলোয়াড়দের কবিগুরু পাঠাতেন ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে খেলার জন্য। যেমন কুড়ি ও তিরিশের দশকে লাল-হলুদ জার্সি গায়ে তুলেছিলেন সূর্য চক্রবর্তী। এই মনীষীদের পাশাপাশি ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের পৃষ্ঠপোষক হিসেবে ছিলেন বিড়লা পরিবারের সদস্যরা। তাঁরাও নানা সময়ে ক্লাবের জন্য আর্থিকভাবে সহায়তার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন।

এদিকে ক্লাব প্রতিষ্ঠার দুই একদিনের মধ্যেই আইএফ-তে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের নাম নথিভুক্তও করিয়ে নিয়েছিলেন সুরেশবাবু। এই কাজে তাঁকে সাহায্য করেছিলেন তাঁর বন্ধু এবং তৎকালীন আইএফএ সচিব মেডলিকট। এদিকে নতুন ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হল, আইএফএ-তে ক্লাবের নামও নথিভুক্ত হয়ে গেল। এবার দরকার জার্সি। ইংল্যান্ড থেকে তখন কলকাতায় সুন্দর আর ঝলমলে জার্সি আসতো জাহাজে করে। এক সেটের দাম ছিল ২০-২৫ টাকা। সুরেশবাবু, অরবিন্দ ঘোষকে সঙ্গে নিয়ে এসপ্ল্যানেডের কয়েকটা দোকান চষে ফেললেন, কিন্তু কিছুতেই জার্সি পছন্দ হচ্ছিল না। অবশেষে তাঁরা গিয়েছিলেন ডিপার্টমেন্টাল স্টোর হোয়াইটওয়ে অ্যান্ড লেডলে-তে। সেখানেই তাঁদের চোখে পড়েছিল বিজ্ঞাপনের জন্য প্রদর্শিত হওয়া লাল ও সোনালি রঙের বিরাট এক জার্সির দিকে। রঙ দেখে আর চোখ সরেনি দু'জনের। সুরেশবাবু এই জার্সিকেই পছন্দ করেছিলেন। দামটাও ছিল প্রায় চারগুণ ... আশি টাকা, তাও চলবে। তাই আর বিলম্ব না করে কিনে নিয়েছিলেন ওই জার্সি। সেই জার্সি পরেই ১৯২০ সালের ১১ অগাস্ট শ্যাম পার্কে অনুষ্ঠিত হারকিউলিস ট্রফিতে প্রথম অংশগ্রহণ করেছিল ইস্টবেঙ্গল। ইস্টবেঙ্গলের হয়ে সেই দলে ছিলেন শৈলেশ বসু, রমেশ চন্দ্র সেনের পাশাপাশি নগেন কালী, চারু বসু, ভোলা সেনরা এবং শেষে যোগ দিয়েছিলেন ভারতীয় ফুটবলের চাইনিজ ওয়াল নামে পরিচিত গোষ্ঠ পাল স্বয়ং। তিনিই ছিলেন প্রথম ম্যাচের অধিনায়ক। প্রথম টুর্নামেন্ট খেলতে নেমেই একের পর এক ম্যাচ জিতে ফাইনালে ডিসিএলআই-কে ১-০ গোলে পরাজিত করে ট্রফি জয়ের যাত্রা শুরু করেছিল সদ্য পৃথিবীর আলো দেখা এই ক্লাবটি।

কিন্তু এখানেই তো থেমে থাকলে চলবে না, তখন সুরেশবাবু পরিকল্পনা করছিলেন কিভাবে তাঁর প্রাণের প্রিয় ইস্টবেঙ্গল ক্লাবকে আরও বড় করা যায়। কিন্তু ভাবলেই তো আর হবে না। সে জন্য সমাজের গুণী ব্যক্তিদের ক্লাবের সঙ্গে অন্তর্ভুক্তিও করাতে হবে। সেই কাজে সুরেশবাবুর মুশকিল আসান হয়ে উঠেছিলেন তাঁর অত্যন্ত প্রিয় শৈলেশ বসু-ই। তিনিই প্রথম সুরেশবাবুর সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দিয়েছিলেন ভাগ্যকুলের জমিদার তড়িৎভূষণ রায়ের সঙ্গে। সুরেশবাবুর মতো ব্যক্তিত্বের সঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই পরিচিত হয়ে দারুণ খুশি হয়েছিলেন তড়িৎভূষণবাবু। ঠিক হল একদিন ক্লাব সংক্রান্ত এক বৈঠক হবে তড়িৎভূষণ রায়ের কুমোরটুলি পার্কের বাড়িতে। সেই বৈঠকে এরা দু'জন ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন নন্দলাল রায়, ননীলাল রায়, অরবিন্দ ঘোষ, সরদারঞ্জন রায়, বনোয়ারীলাল রায়, মণিলাল রায়, বিজয় রায়, কেশব গোস্বামী, নৃপেন্দ্র কৃষ্ণ রায়চৌধুরী, পুলিনবিহারী রায়, পঙ্কজ গুপ্ত, নসা সেন এবং শৈলেশ বসু স্বয়ং। সেই সভাতেই ক্লাবের প্রথম প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিলেন সারদারঞ্জন রায়। সারদাবাবু পেশায় মেট্রোপলিটন কলেজের অধ্যাপক হলেও খেলাধুলোর প্রতি তাঁর ছিল বিশেষ আগ্রহ। তাঁকে বাংলা ক্রিকেটের জনক বলেও অভিহিত করা হয়। এছাড়াও ক্লাবের প্রথম যুগ্ম সচিব নির্বাচিত হয়েছিলেন যথাক্রমে সুরেশচন্দ্র চৌধুরী ও তড়িৎ ভূষণ রায়।

এবার আসা যাক ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের প্রতী ক হিসেবে 'মশাল' কে কেন বেছে নেওয়া হয়, সেই প্রসঙ্গে। সে এক নাটকীয় ঘটনা, ১৯৩০ সালে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব দ্বিতীয় ডিভিশনে ৮টি ম্যাচ খেলে সব কটিতে জয়লাভ করেছিল। টিম যে রকম খেলছিল তাতে তাদের চ্যাম্পিয়ন হওয়া ছিল শুধুমাত্র সময়ের অপেক্ষা। কিন্তু অসহযোগ আন্দোলনের ফলে হঠাৎ করে লিগের বাকি সব খেলা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। আইএফএ এরূপ পরিস্থিতিতে প্রথম ডিভিশন লিগের বেশি পয়েন্ট পাওয়া টিমকে চ্যাম্পিয়ন ঘোষণা করে দিয়েছিল, কিন্তু দ্বিতীয় ডিভিশনে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব বেশি পয়েন্ট পেলেও তাদের চ্যাম্পিয়ন ঘোষণা না করার প্রতিবাদে একদল কর্তা, সদস্য এবং সমর্থকরা মশাল নিয়ে এক অভিনব মিছিল করে ধর্মতলায় অবস্থিত আইএফএ অফিস ঘেরাও করেছিলেন। যদিও পরবর্তীতে তাতে কোনও কাজ হয়নি ঠিক কথাই, বরং ক্লাবের একটা উপকার হয়েছিল। তা হল ওই মশাল মিছিল থেকেই কর্তাদের নজরে পড়েছিল মশালের আগুনের রং লাল-সোনালি। আর তার লেলিহান শিখা সত্যি যেন এক সংগ্রামের প্রতীকের সমতুল্য। সুতরাং ক্লাবের প্রতীকের ক্ষেত্রে এর থেকে ভালো আর কিছু হতে পারে না। ক্লাবের জন্মের দশ বছর পর এভাবেই ক্লাবের প্রতীক হিসেবে স্থান পেয়েছিল মশাল।

কালের নিয়মে এরপর ক্রমশ এগিয়ে চলেছে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব। ১০৬ বছর ধরে অনেক উত্থান-পতনের সাক্ষী থেকেছে এই ক্লাব। তার মধ্যে রয়েছে দু-দুটো দেশভাগের ভয়ঙ্কর দিনগুলি। কিন্তু তবুও দমে যায়নি ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের মনোবল। নিজের দেশে রাতারাতি উদ্বাস্তু হয়ে যাওয়ার যন্ত্রণা যে কতটা বেদনাদায়ক, কতটা যন্ত্রণাময় সেটা তাঁরাই বোঝেন, যাঁরা এমন পরিস্থিতির স্বীকার হয়েছেন। এক বস্ত্রে ভিটে-মাটি ছেড়ে, সহায়-সম্বলহীন অবস্থায় নতুন আস্তানার খোঁজে লক্ষ লক্ষ মানুষ যখন লড়াই করেছেন দিনের পর দিন, রাতের পর রাত সেই জমাটবাঁধা অন্ধকার থেকে আলোয় উদ্ভাসিত পথের দিশারী হিসেবে তখন নিজেকে মেলে ধরেছিল ইস্টবেঙ্গল ক্লাব। তাঁদের সেই লড়াইয়ের ঢেউ শুধুমাত্র রাস্তাতেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। আছড়ে পড়েছিল ময়দানের সবুজ ঘাসেও। চল্লিশ এবং সত্তর দশকে ক্লাবের সেই সাফল্য কিন্তু লড়াইয়ের বীরগাথা।

প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর থেকে দশকের পর দশক ধরে পূর্বসূরিদের হাত থেকে নেওয়া লাল-হলুদ পতাকা গর্বের সঙ্গে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন তাঁদের উত্তরসূরিরা। লড়াইয়ের বীজ তাঁদের রক্তে, তাই যতদিন দেহে প্রাণ থাকবে, লাল-হলুদ মশালের জ্বলন্ত দীপ্তশিখা এভাবেই তাঁরা ছড়িয়ে দেবেন দেশ থেকে দেশান্তরে। দেশে-বিদেশে কত ট্রফিজয়, কত সম্মান, কত সাফল্য, এরকমটি ভারতবর্ষের দ্বিতীয় কোনও ক্লাবের ইতিহাসে নেই।

ইস্টবেঙ্গল মানেই তাঁর সমর্থকদের কাছে যুগ যুগ ধরে বয়ে আসা এক কল্লোলিত আবেগের নদী। শতবর্ষ পার করা এই ক্লাবকে নিয়ে যুগ যুগ ধরে একটাই আবেগ অনুরণিত হয় লক্ষ কোটি হৃদয়ে। 'আমার ইস্টবেঙ্গল, তোমার ইস্টবেঙ্গল, সকলের ইস্টবেঙ্গল।' এই ক্লাব সমর্থকদের কাছে ভালোবাসার এক মন্দির। যার ছায়াতলে এসে আজও পুত্রহারার শোক ভোলেন সন্তানহারা পিতা, অভুক্ত ভোলেন পোটের জ্বালা। সব ফেলে ক্লাবের টানে আজও হাজার হাজার মাইল পথ ছুটে আসতে কুণ্ঠাবোধ করেন না সমর্থকরা। তাঁদের যে একটাই ধ্যান-জ্ঞান শুধুই ইস্টবেঙ্গল আর ইস্টবেঙ্গল। ক্লাবের সুদিনেও তাঁরা যেমন ট্রফি হাতে আনন্দে আত্মহারা হয়ে ওঠেন, ঠিক তেমনই বিপদের দিনে ক্লাবের হাতকে আঁকড়ে ধরে থাকেন। সমর্থকদের এই আবেগ, ভালোবাসার উন্মাদনাকে পাথেয় করেই ইস্টবেঙ্গল ক্লাব এগিয়ে চলেছে যুগ যুগ ধরে। এটাই লাল-হলুদের মাহাত্ম্য, পরম্পরা, আবেগ, সব কিছু। যার টানেই আজও বহু মানুষ সব কিছু ছেড়ে জড়ো হন লাল-হলুদের পতাকা তলে। এটাই ইস্টবেঙ্গলের ঐতিহ্য।



লাল-হলুদের ১০৭তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে চাঁদের হাট

সমাচার প্রতিবেদন : ইস্টবেঙ্গল শুধু নাম নয়, স্বপ্ন মঞ্জিল। লাল-হলুদ শুধু রং নয়, 'ছিন্নমূল বাঙালির আকাশ ছোঁয়ার স্পর্ধা।' ১৯২০ সালের পয়লা অগাস্ট খেলার মাঠে প্রতিবাদ-প্রতিরোধের মঞ্চ হিসেবে ইস্টবেঙ্গলের আত্মপ্রকাশ। ১০৬ বছর পরেও মশালের আগুনে গনগনে সেই আঁচ। যা বহু ঝড়-ঝাপটা সহ্য করেও আজও সগর্বে আপন মহিমায় আগুয়ান ইস্টবেঙ্গল।

১৯২০ সাল, কোচবিহার ট্রফির একটি ম্যাচে জোড়া বাগান মুখোমুখি হয়েছিল মোহনবাগানের। সেই ম্যাচে পরাজয়ের পর জোড়া বাগান কর্তারা অভিযোগের আঙুল তুলেছিলেন শৈলেন বসু ও নশা সেনের দিকে। এই অপমান সহ্য করা যায় না। তাই বাধ্য হয়ে সুরেশচন্দ্র চৌধুরী, শৈলেশ বসু ও নশা সেনকে নিয়ে বেরিয়ে এসে নতুন যে ক্লাবে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তাঁর নাম ইস্টবেঙ্গল। খেলার মাঠে বাঙাল খেলোয়াড়দের প্রতি বঞ্চনা এবং অপমানের জবাব দিতে ১৯২০ সালের ১ অগাস্ট চারাগাছ হয়ে আত্মপ্রকাশ করেছিল ইস্টবেঙ্গল নামক একটি ক্লাব। তারপর কালের নিয়মে সেই চারাগাছ আজ মহিরুহতে রূপান্তরিত হয়ে ভারতের অন্যতম সেরা ক্লাবের তকমা নিয়ে ১০৬ বছর ধরে বহু ঝড়, ঝাপটা সহ্য করে আজও সগর্বে ক্রীড়াক্ষেত্রে একের পর এক নজির গড়ে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব।



চলতি বছর মহাসমারোহে পালিত হল ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের ১০৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী। প্রথাগত রীতি মেনে সকালে ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা রাজা সুরেশচন্দ্র চৌধুরীর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও প্রদীপ জ্বালিয়ে এবং লাল-হলুদ পতাকা উত্তোলনের পাশাপাশি কেক কেটে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়।

বিকেলে মূল পর্বের অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় দক্ষিণ কলকাতার নজরুল মঞ্চে। এবার লাল-হলুদের এই সুন্দর অনুষ্ঠান পরিণত হয়েছিল চাঁদের হাটে। কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার, রাজ্যের শিল্পমন্ত্রী তাপস রায় থেকে শুরু করে পঞ্চায়েত মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ, ক্রীড়ামন্ত্রী ইন্দ্রনীল খাঁ, অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত, দমকলমন্ত্রী কৌশিক চৌধুরী যেমন উপস্থিত ছিলেন, ঠিক তেমনই উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ড. জিষ্ণু বসুর মতো খ্যাতি সম্পন্ন ব্যক্তিত্বরা। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বর্তমান সিনিয়র দলের চিফ কোচ আন্তোনিও লোপেজ হাবাস, গোলরক্ষক কোচ শুভাশীষ রায়চৌধুরী, প্রাক্তন ফুটবলার মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, ভাস্কর গাঙ্গুলী, অলোক মুখোপাধ্যায়, বিকাশ পাঁজি, মনোজিৎ দাসদের পাশাপাশি ক্লাবের প্রাক্তন ক্রিকেট অধিনায়ক সম্বরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সিএবির বর্তমান প্রেসিডেন্ট সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়, প্রাক্তন জাতীয় ক্রিকেটার ঝুলন গোস্বামী, স্নেহশীষ গঙ্গোপাধ্যায় সহ বহু প্রাক্তন খেলোয়াড় এবং বিশিষ্টজনেরা।

লাল-হলুদ ফুল-মালায় সেজে উঠেছিল গোটা অডিটোরিয়াম। সঙ্গে বাজছিল ইস্টবেঙ্গলের সেই প্রিয় থিম সং 'ইতিহাস সাক্ষী হল, পায়ে পায়ে স্বপ্ন এল/ কাঁটাতার টপকালো ফুটবল/১০০ বছর ধরে মাঠ কাঁপাচ্ছে যে দল/লাল-হলুদের ঝড়ের নাম ইস্টবেঙ্গল।' আট থেকে আশি শয়ে শয়ে লাল-হলুদ সমর্থকরাও তখন গলা মেলাচ্ছিলেন এই গানের সুরে। অনুষ্ঠানের শুরুতে সংগীত পরিবেশন করেন বিশিষ্ট সংগীতশিল্পী রূপঙ্কর বাগচী। এরপরই মূল অনুষ্ঠানের সূচনা হয় ক্লাব প্রেসিডেন্ট মুরারিলাল লোহিয়ার আবেগময় ভাষণের মাধ্যমে। তিনি বলেন, 'আমার আশা গত বছরের থেকে এবারও আরও বেশি ট্রফিজয় করবে আমাদের সকলের প্রিয় ইস্টবেঙ্গল ক্লাব। মনে রাখবেন, প্রবল ঝড়ের সময় নৌকো উল্টে গেলেও মশালের জ্বলন্ত শিখা কিন্তু কখনও নিভে যায় না।'

অনুষ্ঠানের অন্যতম বিশিষ্ট অতিথি হিসাবে রাজ্যের পঞ্চায়েতমন্ত্রী দিলীপ ঘোষ বলেন, 'আমরা সকলেই জানি ইস্টবেঙ্গলের অনেক গৌরবময় ইতিহাস আছে। আশাকরি আগামীদিনে আমরা আবারও সেই চেনা ছন্দেই ইস্টবেঙ্গলকে দেখতে পাব। খারাপ সময় পার করে এখন ভালো সময় এসেছে ক্লাবের। আমি আশা করব, ইস্টবেঙ্গলের যেন আগামী দিনে আরও ভালো সময় আসে।' দমকলমন্ত্রী



ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের পক্ষ থেকে বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ সঞ্জীব সান্যাল মহাশয়কে 'ভারত গৌরব' সম্মানে সম্মানিত করছেন ক্লাব প্রেসিডেন্ট মুরারিলাল লোহিয়া, ক্রীড়ামন্ত্রী ইন্দ্রনীল খাঁ, দেবব্রত সরকার, ফুটবল সচিব সৈকত গাঙ্গুলী এবং ক্লাবের প্রাক্তন অধিনায়ক ভাস্কর গাঙ্গুলী। সুন্দর এই মুহূর্তের সাক্ষী থাকতে মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন তাঁর স্ত্রী স্মিতা বড়ুয়া ও পুত্র বরুণ সান্যাল।



ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের পক্ষ থেকে বিশিষ্ট সঙ্গীত শিল্পী প্রীতম চক্রবর্তীকে ‘ভারত গৌরব’ সম্মানে সম্মানিত করছেন রাজ্যের মাননীয় ক্রীড়ামন্ত্রী ইন্দ্রনীল খাঁ, ক্লাব কর্তা দেবব্রত সরকার এবং ক্লাবের প্রাক্তন ফুটবলার মিহির বসু।



বনোয়ারী লাল রায় নামাঙ্কিত ফুটবলার অফ দ্য ইয়ার সম্মান আনোয়ার আলির হাতে তুলে দিচ্ছেন ক্লাবের কার্যকরী কমিটির সদস্য রজত গুহ ও কোচ হাবাস।



জীবন চক্রবর্তী নামাঙ্কিত বছরের সেরা উদীয়মান ফুটবলারের সম্মান এডমুন্ডের হাতে তুলে দিচ্ছেন প্রেসিডেন্ট মুরারিলাল লোহিয়া ও ক্লাব কর্তা দীপঙ্কর চক্রবর্তী।

কৌশিক চৌধুরী ইস্টবেঙ্গল ক্লাব নিয়ে তাঁর মর্মস্পর্শী বক্তব্যে বলেন, 'ইস্টবেঙ্গল শুধু একটা ক্লাব বা প্রতিষ্ঠান নয়, ইস্টবেঙ্গল হল মাটির সোঁদা গন্ধ। ছোটোবেলায় যখন ফুটবলকে ভালোবাসতে শুরু করেছিলাম, তখন থেকেই স্বপ্ন দেখতাম, ইস্টবেঙ্গলকে ভালোবাসব, ইস্টবেঙ্গলের সমর্থক হব। এই অনুষ্ঠানে এসে ১৯৮৬ সালের একটা ঘটনার কথা খুব মনে পড়ছে। সেবার বিশ্বকাপ ফাইনাল ম্যাচের দিন আমার শহর রায়গঞ্জের ছয় কিমি রাস্তা সাইকেলের এক দিকে ইস্টবেঙ্গল এবং অপর দিকে আর্জেন্টিনার পতাকা নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছিলাম।' ইস্টবেঙ্গল ক্লাব নিয়ে বলতে গিয়ে বিশিষ্ট অতিথি বিজ্ঞানী ড. জিষ্ণু বসু বলেন, 'ছোটোবেলায় সব কিছু বোঝার আগে যে পতাকাটা হাতে তুলে নিয়েছিলাম সেটা হল ইস্টবেঙ্গলের পতাকা। আমার ছোটোবেলা কেটেছে বারুইপুরের একটা উদ্বাস্তু পাড়ায়। এখনও খুব মনে পড়ে যেদিন পাড়ায় একটা ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের বড় পতাকা কেনা হয়েছিল, সেদিন একটা উৎসব করা হয়েছিল সবাই মিলে। আর মানুষের বিপদে পাশে থাকা মানুষের জন্য কাজ করা এইসব সামাজিক দায়বদ্ধতার প্রাথমিক পাঠ আমাদের শিখিয়েছে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব।' কেন্দ্রীয় শিক্ষা এবং উত্তর-পূর্বাঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার বলেন, 'নীতুদার হাত ধরেই আমার প্রথম ইস্টবেঙ্গলে আসা। কিন্তু এই ক্লাবের সঙ্গে আমার পরিচয় খুব কৈশোর বেলা থেকে। তখন সবুজ গালিচায় লাল-হলুদ জার্সি পরে ফুটবল পায়ে ফুল ফোটাচ্ছেন কৃশানু দে। ইস্টবেঙ্গল মানে লড়াইয়ের কাহিনি। যে লড়াইয়ের রাস্তায় আমরা কখনও পেয়েছি পিকে ব্যানার্জী, অমল দত্তকে, আবার কখনও পেয়েছি সুভাষ ভৌমিক, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, ভাস্কর গাঙ্গুলী, বাইচুং ভুটিয়া এবং আলভিটো ডিকুনহাদের। যাঁরা বিভিন্ন সময়ে এই ক্লাব থেকে উঠে এসেই ভারতীয় ফুটবলে দাপিয়ে বেড়িয়েছেন। ইস্টবেঙ্গল শুধু একটা ক্লাব নয়, ইস্টবেঙ্গল হল ওপার বাংলার মানুষদের লড়াইয়ের পীঠস্থান।' আদ্যপ্রাপ্ত পড়শি ক্লাবের সমর্থক হয়েও সস্ত্রীক ইস্টবেঙ্গলের এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত। তিনিও আবেগময় হয়ে বলেন, 'ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের ১০৭তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর অনুষ্ঠানে এসে যে সম্মান ও ভালোবাসা পেলাম তাতে এই ক্লাবের একজন শুভাকাঙ্ক্ষী হিসেবে সত্যিই আমি অভিভূত।'

শিল্পমন্ত্রী তাপস রায় বলেন, '১০৭ বছর আগে যাঁদের হাত ধরে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল এবং তারপর থেকে যাঁরা বিভিন্নভাবে নিজেদেরকে এই ক্লাবের জন্য নিয়োজিত করে আজ ক্লাবকে এমন উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছেন সেইজন্য তাঁদের প্রত্যেককে আমি প্রণাম জানাই। প্রয়াত পল্টুদাই আমাকে 'হাতে ধরে মাঠ চিনিয়েছিলেন। আজ ময়দানজুড়ে যেটুকু আমার পরিচয় তা পল্টুদার জন্যই।' আমি আদ্যপ্রান্ত মাঠের লোক। তাই এই মাঠকে ঘিরেই বহু স্মৃতি জড়িয়ে আছে আমার।' আগের বক্তাদের মতোই ইস্টবেঙ্গল নিয়ে বলতে গিয়ে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়লেন রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী ইন্দ্রনীল খাঁ-ও। ক্রীড়ামন্ত্রী বলেন, 'সব খেলার সেরা বাঙালির তুমি ফুটবল। আর সব ক্লাবের সেরা হল ইস্টবেঙ্গল। দেশের মধ্যে এমন কোনও লিগ বা ট্রফি নেই যা ইস্টবেঙ্গল জয় করেনি। কিন্তু আমি চাই চলতি বছরে শুধু একটা বা দুটো ট্রফি নয়, সব খেতাব যেন জয় করতে পারে ইস্টবেঙ্গল।'

এরপর বিশিষ্ট অভিনেতা ও চিত্র পরিচালক কৌশিক গাঙ্গুলী ইস্টবেঙ্গল নিয়ে তাঁর হৃদয়স্পর্শী বক্তব্যে বলেন, 'প্রথমেই ১০৭ বছর প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর মঞ্চ থেকে সকলকে আন্তরিক অভিনন্দন। ইস্টবেঙ্গল মানে আমার ক্লাব। এই কথাটা আমি খুব জোর দিয়ে বলতে পারি। আর এই মঞ্চ থেকে যাঁরা আমাকে এমন সম্মাননা দিলেন তাঁরা প্রত্যেকেই খেলার মাঠে আমাদের ছোটোবেলার হিরো ছিলেন। আমি খুব ভাগ্যবান এই কারণে, আমার নিজের বাড়ির পাশাপাশি আমার শ্বশুর বাড়িও বাঙাল। চুর্ণীর দাদুর বাবা জেসি গুপ্ত ছিলেন ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের অন্যতম ফাউন্ডার মেম্বার। ইস্টবেঙ্গল আমাদের কাছে একটা জীবন দর্শনের মতো। মনে রাখা উচিত, ৯০ মিনিটে একটা ম্যাচ শেষ হয় কিন্তু একটা ক্লাব নয়। আগামী দিনে আমাদের একটাই লক্ষ্য থাকবে ইস্টবেঙ্গলকে কিভাবে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়।' একইভাবে ইস্টবেঙ্গল নিয়ে আবেগের সুর প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়ের কণ্ঠেও। তাঁর সংক্ষিপ্ত ভাষণে বাংলা চলচ্চিত্র জগতের স্বনামধন্য এই অভিনেতা বলেন, 'আমার একবার সৌভাগ্য হয়েছিল একটি ছবির শ্যুটিংয়ে অভিনয়ের সুবাদে লাল-হলুদ জার্সি গায়ে ইস্টবেঙ্গল মাঠে নামার। সেই অনুভূতি ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না।' চলতি বছর অজয় বসু নামাঙ্কিত সেরা ক্রীড়া সাংবাদিকের পুরস্কার পেলেন প্রখ্যাত ক্রীড়া সাংবাদিক বিক্রান্ত গুপ্তা। তাঁকে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের পক্ষ এই পুরস্কার তুলে দেন অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত। এবং পুষ্পেন সরকার নামাঙ্কিত সেরা ক্রীড়া চিত্র সাংবাদিকের সম্মানে ভূষিত হন বাংলা ক্রীড়াজগতের অন্যতম সেরা চিত্র সাংবাদিক শঙ্কর নাগ দাস। তাঁকে ক্লাবের পক্ষ থেকে এই সম্মান প্রদান করেন সচিব রূপক সাহা এবং প্রাক্তন দুই অধিনায়ক ভাস্কর গাঙ্গুলী ও বিকাশ পাঁজি।

'ভারত গৌরব' সম্মানে সম্মানিত করা হয় বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ সঞ্জীব সান্যাল এবং সঙ্গীত পরিচালক প্রীতম চক্রবর্তীকে ভারতের অন্যতম সেরা ক্লাবের থেকে সম্মাননা পেয়ে অভিভূত সঞ্জীববাবু ও প্রীতম।

ব্যোমকেশ বসু ও নসা সেন নামাঙ্কিত লাইফ টাইম সম্মানে ভূষিত হন ক্লাবের দুই প্রাক্তন অধিনায়ক বলাই মুখার্জী এবং তরুণ দে। প্রাক্তন দুই অধিনায়ককে সম্মাননা প্রদান করেন ক্লাব প্রেসিডেন্ট মুরারিলাল লোহিয়া, শিল্পমন্ত্রী তাপস রায়, ক্লাবের সহসভাপতি কল্যাণ মজুমদার এবং বর্ষীয়ান কর্তা শান্তিরঞ্জন দাশগুপ্ত। উপস্থিত ছিলেন অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, ভাস্কর গাঙ্গুলী ও বিকাশ পাঁজি। প্রিয় ক্লাবের কাছ থেকে এমন সম্মাননা পেয়ে অভিভূত প্রাক্তন দুই অধিনায়কই। চলতি বছর বনোয়ারীলাল রায় নামাঙ্কিত পুরুষদের বর্ষসেরা ফুটবলাররের পুরস্কার পেলেন আনোয়ার আলি এবং মহিলা ফুটবলার সাথী দেবনাথ। তাঁদের পুরস্কার প্রদান করেন যথাক্রমে আন্তোনিও লোপেজ হাবাস ও দেবব্রত সরকার। প্রাইড অফ বেঙ্গল অ্যাওয়ার্ড পান মহিলা ফুটবল দলের আর এক গুরুত্বপূর্ণ সদস্যা সুলঞ্জনা রাউল। তাঁকে ক্লাবের পক্ষ থেকে সম্মাননা প্রদান করেন মন্ত্রী তাপস রায়, সচিব রূপক সাহা, সহ-সভাপতি কল্যাণ মজুমদার এবং প্রাক্তন বর্ষীয়ান কর্তা শান্তিরঞ্জন দাশগুপ্ত। প্রিয় ক্লাবের থেকে এমন সম্মাননা পেয়ে এক কথায় অভিভূত আনোয়ার থেকে সুলঞ্জনা সকলেই। স্বপন বল নামাঙ্কিত সেরা সমর্থককের সম্মান পেলেন ক্লাবের সেরা চার সমর্থক। এরা হলেন বিশিষ্ট সংগীতশিল্পী মনোময় ভট্টাচার্য, কল্পনা চক্রবর্তী, শ্যামল মজুমদার ও ঋজু দাস। ক্লাবের পক্ষ থেকে এদের পুরস্কৃত করেন সচিব রূপক সাহা, দীপঙ্কর চক্রবর্তী, মনোজিৎ দাস, বিকাশ পাঁজি। চলিত বছর প্রদীপ বন্দ্যোপাধ্যায় নামাঙ্কিত সম্মানে ভূষিত হলেন ক্লাবের সিনিয়র দলের সহকারী কোচ বিনো জর্জ। ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের পক্ষ থেকে তাঁকে সম্মানিত দলের প্রধান কোচ আন্তোনিও লোপেজ হাবাস।

গোপাল বসু নামাঙ্কিত ক্লাবের ক্রিকেটার অফ দ্য ইয়ার অ্যাওয়ার্ড সম্মান পেলেন ১৩ বছর লাল-হলুদের হয়ে ক্রিকেট মাঠে যিনি অদম্য লড়াই চালিয়েছেন সেই ঋতম পোড়েল। তাঁর হাতে এই অ্যাওয়ার্ড তুলে দেন ক্লাব সচিব রূপক সাহা। এদের পাশাপাশি প্রতুল চক্রবর্তী ও পঙ্কজ গুপ্ত নামাঙ্কিত সেরা রেফারি পুরস্কার পেলেন কলকাতা ময়দানেরই দুই প্রাক্তন রেফারি ভোলানাথ দত্ত এবং পীযুষ রায়। তাঁদের হাতে সম্মাননা তুলে দেন কল্যাণ মজুমদার ও শান্তিরঞ্জন দাশগুপ্ত।

জীবন চক্রবর্তী নামাঙ্কিত সেরা উদীয়মান ফুটবলারের সম্মান পেলেন বর্তমানে ইস্টবেঙ্গল জনতার অতি প্রিয় ফুটবলার এডমুন্ড লালরিনডিকা। তাঁর হাতে সম্মাননা তুলে দেন প্রেসিডেন্ট মুরারিলাল লোহিয়া ও দীপঙ্কর চক্রবর্তী। এই পুরস্কার প্রদানের পরই সমাপ্তি হয় গোটা অনুষ্ঠানের এবং তারপর থেকেই প্রহর গোনা শুরু আগামী বছরের এই শুভ দিনের জন্য।

ইস্টবেঙ্গলের জীবনকৃতি সম্মান

জীবনের সেরা পুরস্কার বলছেন বলাই ও তরুণ



ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের পক্ষ থেকে নসা সেন ও ব্যোমকেশ বসু নামাঙ্কিত লাইফ টাইম সম্মানে সম্মানিত করা হল ক্লাবের প্রাক্তন দুই অধিনায়ক বলাই মুখার্জী ও তরুণ দে-কে। মঞ্চে রয়েছেন ক্লাব প্রেসিডেন্ট মুরারিলাল লোহিয়া, বর্ষীয়ান কর্তা শান্তিরঞ্জন দাশগুপ্ত, অজিত বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাক্তন ফুটবলার ভাস্কর গাঙ্গুলী, বিকাশ পাঁজি এবং ফাল্গুনী দত্ত।

সমাচার প্রতিবেদন : ইস্টবেঙ্গল মানে আমার প্রিয় ক্লাব। ইস্টবেঙ্গল মানে আমার কাছে ছোটোবেলায় যে ক্লাবের জার্সি গায়ে খেলার স্বপ্ন দেখতাম সেই ক্লাব। ইস্টবেঙ্গল মানে আমার কাছে সব কিছু। এখনও নিজেকে ইস্টবেঙ্গলের মতো ঐতিহ্যবাহী ক্লাবের প্রাক্তন অধিনায়ক হিসেবে যখনই ভাবি, তখনই গর্বে বুকের ছাতি বেড়ে যায়। আমার সেই প্রিয় ক্লাব ২০২৬ সালের ১ অগাস্ট ১০৭তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালন করল এবং ওই দিনই লাল-হলুদ কর্তারা আমার হাতে নসা সেন নামাঙ্কিত লাইফ টাইম সম্মান তুলে দিলেন। আমার বলতে এতটুকু দ্বিধা নেই, আমি আমার প্রিয় ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের থেকে এমন সম্মাননা পেয়ে এক কথায় অভিভূত। আমার আনন্দের কোনও ভাষা নেই। আমি ফুটবলার হিসেবে বহু পুরস্কার পেয়েছি ঠিক কথাই, কিন্তু এবারে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের এই সম্মান আমার জীবনের অন্যতম সেরা পুরস্কার বলেই আমি মনে করি। এক নাগাড়ে এই কথাগুলি বলে যাচ্ছিলেন প্রাক্তন ইস্টবেঙ্গল অধিনায়ক বলাই মুখার্জী।

অনুষ্ঠান শেষে ১৯৮৫-র লাল-হলুদ অধিনায়ক যেন ফিরে যাচ্ছিলেন তাঁর সময় ইস্টবেঙ্গলে কাটানো সোনালি দিনগুলিতে। বললেন, 'প্রিয় ক্লাবের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে আমার মনে পড়ছিল সেই ১৯৮২ সালের কথা। পুটে দা আর প্রয়াত স্বপন দার হাত ধরে আমার মহমেডান থেকে ইস্টবেঙ্গলে আসা। তারপর থেকে ধীরে ধীরে ক্লাবের ঘরের ছেলে হয়ে ওঠা। প্রয়াত পল্টু দা, জীবন দার ভালোবাসা যেমন পেয়েছি, তেমনি পেয়েছি নীতুদার স্নেহ-ও। এই ক্লাবের জার্সি গায়ে খেলার কত স্মৃতি আজও মনের মণিকোঠায় উঁকি মারে প্রতিনিয়ত। আসলে কথায় আছে সম্পর্ক গভীর হলে তা কখনও মলিন হয় না।

ক্লাবের ১০৭তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর অনুষ্ঠানে এসে প্রিয় ক্লাবকে নিয়ে সমর্থকদের মধ্যে এত উন্মাদনা দেখে যথেষ্ট আনন্দিত ৮৫-র অধিনায়ক। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, '৮২ সাল থেকে ৮৭ সাল অবধি টানা ইস্টবেঙ্গলের জার্সি গায়ে খেলার সুবাদে সমর্থকদের ভালোবাসা যেভাবে পেয়েছি জীবনে কোনওদিন সেটা ভুলতে পারবো না। বহুদিন পর আমার প্রিয় ক্লাবের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী অনুষ্ঠানে এসে সমর্থকদের এই উচ্ছ্বাস দেখে মনে পড়ে যাচ্ছিল আমাদের সময়ের কথা। আজও যেভাবে উনারা ক্লাব এবং বর্তমান খেলোয়াড়দের নিয়ে আনন্দে ভাসলেন, আমাদের পাশেও উনারা ঠিক একইভাবেই থাকতেন। বর্তমানে মুম্বইতে থাকলেও ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের সমর্থকদেরকে আমি এখনও প্রতিনিয়ত মিস করি।'

তবে ইস্টবেঙ্গল জার্সি গায়ে বহু ম্যাচ খেলার পরেও আমার একটা আক্ষেপ রয়েই গিয়েছে। যা কোনওদিন ভুলতে পারবো না। সেটা হল, '৮৫ সালে আমার অধিনায়কত্বে দল এককভাবে ফেডারেশন কাপ চ্যাম্পিয়ন হয়ে এশিয়ান ক্লাব কাপে খেলার জন্য জেড্ডা গিয়েছিল খেলতে। কিন্তু তার আগে দার্জিলিং গোল্ড কাপে মাঠে নেমে চোট পেলাম। ফলে আমার আর জেড্ডা যাওয়া হয়নি। দলের অধিনায়ক হিসেবে এই আফশোস আমার হৃদয়ে সারা জীবন থেকে যাবে।' সব শেষে একটাই কথা বলব, আমার প্রিয় ক্লাব এই বছর প্রথমবার আইএসএল জয় করেছে। ক্লাবের এমন সাফল্যে সত্যিই আমি দারুণ উচ্ছ্বসিত এবং আনন্দিত। আমি চাই ইস্টবেঙ্গল ক্লাব যেন আগামী দিনে এইভাবেই সাফল্য পায়। ১৯৯০ সালে ফুটবল ছাড়লেও ইস্টবেঙ্গলকে আমি এখনও ভুলতে পারিনি। তাই কলকাতা থেকে এত দূরে থেকেও প্রিয় লাল-হলুদ জার্সি পরে খেলার সময়ে সোনায় মোড়া স্মৃতিগুলোকে আঁকড়ে ধরেই এখনও বেঁচে আছি, আর বাকি দিনগুলোও এইভাবেই বেঁচে থাকতে চাই।'

বন্ধু বলাই মুখার্জীর মতো তিনিও ইস্টবেঙ্গলে যোগদান করেছিলেন ১৯৮২ সালে। ধীরে ধীরে হয়ে উঠেছিলেন মশাল ব্রিগেডের রক্ষণের অন্যতম সেনানী। তিনি আর কেউ নন, তিনি হলেন তরুণ দে। লাল-হলুদ রক্ষণের অন্যতম এই সেনানীকে এবার ব্যোমকেশ বসু নামাঙ্কিত লাইফ টাইম পুরস্কারে ভূষিত করেছে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব। প্রিয় ক্লাবের কাছ থেকে এমন সম্মান পেয়ে লাল-হলুদের প্রাক্তন ডিফেন্ডার অভিভূতই শুধু নন, যথেষ্ট আনন্দিতও বটে।

প্রিয় ক্লাবের কাছ থেকে এমন সম্মাননা পেয়ে তরুণ দে বলেন, 'দেখতে দেখতে অনেকগুলো বছর হয়ে গিয়েছে, কিন্তু এখনও আমার মনে হয় এই তো সেদিন বড় ক্লাবে খেলার একরাশ স্বপ্ন নিয়ে ঐক্য সম্মিলনী থেকে ইস্টবেঙ্গলে সই করেছিলাম। এরপর লাল-হলুদ জার্সি গায়ে ১৫-১৬ বছর খেলেছি। খেলা ছাড়ার পরও ফুটবল থেকে পুরোপুরি সরে আসিনি। পল্টু দা একদিন ডেকে ক্লাবের অনূর্ধ্ব ১৭ ও ১৯ দলের কোচিং করানোর দায়িত্ব দিলেন আমার কাঁধে। সেই গুরু দায়িত্বও পালন করেছি দীর্ঘ অনেক বছর। তারপর মাঝে কিছুদিন কলকাতার বাইরে ছিলাম। তাই ক্লাবের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর দিন আসা হয়নি। সত্যি কথা বলতে কি, প্রিয় ক্লাবের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর দিন অনুষ্ঠানের মঞ্চ থেকে লাল-হলুদের একজন প্রাক্তন অধিনায়ক হিসেবে লাইফ টাইম সম্মান পাওয়া আমার কাছেও যথেষ্ট গর্বের। কেননা প্রতিটা খেলোয়াড়ই স্বপ্ন দেখেন এইরকম একটা সম্মান পাওয়ার। আমিও তার ব্যতিক্রম নই। অনুষ্ঠানে এসে দারুণ এক মুহূর্তের সাক্ষী থাকলাম।'

ইস্টবেঙ্গলের দেওয়া সম্মান পেয়ে অভিভূত দুই বঙ্গ তনয়া



রাজ্যের মাননীয় শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী তাপস রায় এবং বর্ষীয়ান ক্লাব কর্তা শান্তিরঞ্জন দাশগুপ্ত প্রাইড অফ বেঙ্গল' সম্মানে সম্মানিত করছেন সুলঞ্জনা রাউলকে ।



সাথী দেবনাথকে বনোয়ারীলাল রায় নামাঙ্কিত ফুটবলার অফ দ্য ইয়ার সম্মান তুলে দিচ্ছেন দেবব্রত সরকার।

সমাচার প্রতিবেদন : ইস্টবেঙ্গল মানে লড়াই। ইস্টবেঙ্গল মানে কঠিন লড়াইতেও হার না মানা। ইস্টবেঙ্গল মানে, আবেগ, ভালোবাসা সব কিছু। তাই লাল-হলুদ জার্সি পরে মাঠে নামলেই সুলঞ্জনা-সাথীরা যেন বাড়তি আত্মবিশ্বাস পেয়ে বার বার জ্বলে ওঠেন। প্রতিপক্ষের কড়া ট্যাকেলও হার মানাতে পারে না ওদের। লাল-হলুদ জার্সিটাই ওদের কাছে অনেক কিছু। যার জন্য জীবনও বাজি রাখতে পারে ওরা। এ হেন সাথী ও সুলঞ্জনাকে ২০২৬-এ 'ফুটবলার অফ দ্য ইয়ার' ও 'প্রাইড অফ বেঙ্গল' সম্মানে সম্মানিত করল ইস্টবেঙ্গল ক্লাব। আর প্রিয় ক্লাবের কাছ থেকে এমন সম্মান পেয়ে অভিভূত লাল-হলুদের প্রমীলা ব্রিগেডের দুই উজ্জ্বল নক্ষত্রই।

পূর্ব মেদিনীপুরের ভগবানপুর থেকেই ফুটবলের আঙিনায় প্রবেশ সুলঞ্জনা রাউলের। বাবা গণেশ রাউল পাড়ার মাঠে ফুটবল খেলতেন। সেই সময় বাবার খেলা দেখার জন্য তাঁর হাত ধরেই মাঠে গিয়ে ফুটবল খেলা দেখতেন গণেশবাবুর ছোট্ট মেয়েটি। তখন থেকেই ফুটবলের প্রেমে পড়া সুলঞ্জনার। এরপর ধীরে ধীরে ফুটবল পায়ে মাঠে নামা এবং তারপর ফুটবলার হিসেবে যাত্রা শুরু করেন সুলঞ্জনা।

মেয়ের ফুটবলের প্রতি এত টান দেখে, মানা করেননি গণেশবাবু। নিজের অধরা থাকা স্বপ্ন যাতে ছোটো মেয়ে সুলঞ্জনার মাধ্যমেই পূরণ হয় তার জন্য চেষ্টার কোনও ত্রুটি রাখেননি তিনি। ফুটবলের প্রাথমিক পাঠ বাবার কাছেই শেখে সুলঞ্জনা। তারপর ধীরে ধীরে পাড়ার মাঠে দাপিয়ে খেলা।

সাল ২০২৩। ভগবানপুরের মাঠ থেকে অনূর্ধ্ব ১৭ বাংলা দলের ট্রয়ালে যোগ দিতেই সুলঞ্জনার প্রথম পা রাখা গড়ের মাঠের সবুজ গালিচায়। সেই বছরই সুলঞ্জনা যোগ দেয় তাঁর স্বপ্নের ক্লাব ইস্টবেঙ্গলে। তারপর থেকে টানা চলছে লাল-হলুদ জার্সি পরে মাঠ কাঁপানোর পালা। চলতি বছর ইস্টবেঙ্গল ক্লাব 'প্রাইড অফ বেঙ্গল' সম্মাননা দিয়েছে ভগবানপুরের সুলঞ্জনাকে। প্রিয় ক্লাবের কাছ থেকে এমন সম্মান পেয়ে অভিভূত সুলঞ্জনা বলেন, 'আমাকে এমন সম্মাননা দেওয়ার জন্য আমি কৃতজ্ঞতা জানাই ক্লাবের সকলকে। এই পুরস্কার আমাকে অবশ্যই মাঠে ভালো খেলতে প্রেরণা জোগাবে।'

সুলঞ্জনার মতোই কঠিন লড়াই আর দু'চোখে বড় ফুটবলার হওয়ার একরাশ স্বপ্নকে সঙ্গী করে নদিয়ার তাহেরপুর থেকে গড়ের মাঠে আসা সাথী দেবনাথের। কৃষক পরিবার থেকে উঠে আসা সাথীর জীবন সংগ্রামের লড়াই বড় কঠিন হলেও সে কখনও থেমে থাকতে চায় না। কেননা ইস্টবেঙ্গলের লাল-হলুদ জার্সিই সাথীর কাছে লড়াই জয়ের অক্সিজেন ও ভালো খেলার প্রেরণা। ইস্টবেঙ্গল তাঁর কাছে অনেক কিছু। তাই প্রিয় ক্লাবের হয়ে খেলার জন্য চাকরির সুযোগকেও দূরে সরিয়ে দিয়েছেন সাথী।

শৈশবে পাড়ার দাদাদের ফুটবল খেলা দেখে সাথীর মনে জাগে ফুটবল খেলার ইচ্ছা এবং তারপরেই একদিন দাদাদের সঙ্গে মাঠে নেমে পড়ে দেবনাথ বাড়ির মেয়েটি। এইভাবেই বেশ চলছিল। কিন্তু আচমকাই একদিন স্কুলের ইন্টার ক্লাস ফুটবল টুর্নামেন্ট চলাকালীন একজন না আসায় অগত্যা মাঠে নামার জন্য ডাক পড়লো সাথীর। সেই ম্যাচে সাথীর পারফরম্যান্স নজর কাড়লো স্কুলের গেম টিচারের। জহুরীর চোখ জহর চিনতে ভুল করেনি। তারপর তাঁর হাত ধরেই জেলা ফুটবল, স্কুল ন্যাশনাল গেমসে অংশগ্রহণ সাথীর। সেখান থেকেই ২০২২ সালে সোজা ইস্টবেঙ্গলে যোগ দেন তাহেরপুরের মেয়েটি। দেখতে দেখতে চার বছর ধরে ইস্টবেঙ্গলের মিফিল্ডারের মতো গুরুত্বপূর্ণ পজিশনে নিজেকে দারুণভাবে মেলে ধরেছে সাথী। বর্তমানে দলের অন্যতম বড় ভরসাও সে। এবার লাল-হলুদের মহিলা ফুটবলার হিসেবে বর্ষসেরা সম্মান পেলেন সাথী। যা পেয়ে স্বাভাবিকভাবেই বেশ গর্বিত তাহেরপুর থেকে উঠে আসা ইস্টবেঙ্গলের মহিলা মিডফিল্ড জেনারেল। প্রিয় ক্লাবের থেকে এমন সম্মাননা পেয়ে নিজের অভিব্যক্তির কথা বলতে গিয়ে সাথী বলেন, 'আসলে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে খেলার স্বপ্ন প্রতিটি খেলোয়াড়ের থাকে। আমিও তার ব্যতিক্রম নই। আমি মনে করি, লাল-হলুদ জার্সি পরে মাঠে খেলা আমার কাছে সব সময়ই গৌরবের। আর সেই ক্লাবের খেলোয়াড় হিসেবে বর্ষসেরা মহিলা ফুটবলারের সম্মান পাওয়া আমার জীবনের সেরা পুরস্কার বলেই আমি মনে করি। আসলে কোনও দিন আমি স্বপ্নেও ভাবিনি ইস্টবেঙ্গলের মতো এত বড়ো ক্লাবের বর্ষসেরা খেলোয়াড়ের পুরস্কার আমি পাবো এবং এই পুরস্কার পাওয়ার আনন্দ আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারবো না। শুধু আমি একাই নই, আমার পরিবারের সকলেই দারুণ খুশি এবং আনন্দিত।' তবে এই পুরস্কার যে আগামী দিনে তাঁকেও আরও ভালো খেলতে উৎসাহ জোগাবে বলেই জানাতে ভুললেন না সাথী-ও।

১০৭তম প্রতিষ্ঠা দিবসে খেলোয়াড় ও গুণীজনদের সংবর্ধনা



১০৭তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষ্যে লাল-হলুদ ফুলে সেজে উঠেছে নজরুল মঞ্চ।



১০৭তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর মঞ্চে মাননীয় কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার মহাশয়কে সম্মাননা জানাচ্ছেন ক্লাব প্রেসিডেন্ট মুরারিলাল লোহিয়া।

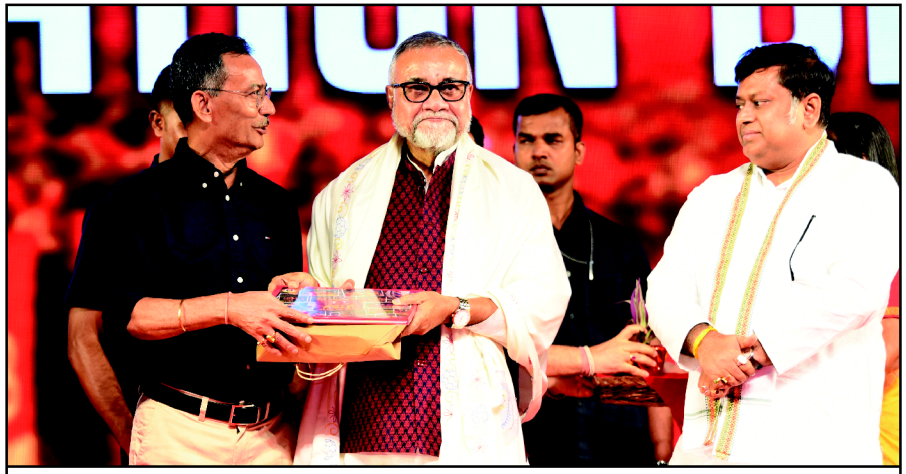


রাজ্যের মাননীয় ক্রীড়ামন্ত্রী ইন্দ্রনীল খাঁ মহাশয়কে সংবর্ধনা জানাচ্ছেন দেবব্রত সরকার ও সিএবি প্রেসিডেন্ট সৌরভ গাঙ্গুলী। মঞ্চে উপস্থিত ক্লাব প্রেসিডেন্ট মুরারিলাল লোহিয়া এবং বিশিষ্ট বিজ্ঞানী জিষ্ণু বসু।



রাজ্যের মাননীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ মহাশয়কে সংবর্ধনা জানাচ্ছেন প্রেসিডেন্ট মুরারিলাল লোহিয়া।

১০৭তম প্রতিষ্ঠা দিবসে খেলোয়াড় ও গুণীজনদের সংবর্ধনা



রাজ্যের মাননীয় শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী তাপস রায়কে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের পক্ষ থেকে সংবর্ধিত করছেন ক্লাব কর্তা দেবব্রত সরকার। পাশে উপস্থিত কেন্দ্রীয় শিক্ষাপ্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার।



১০৭তম ইস্টবেঙ্গল ক্লবের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর অনুষ্ঠানের মঞ্চে বিশিষ্ট বিজ্ঞানী মাননীয় জিষ্ণু বসুকে সংবর্ধিত করছেন ক্লাব সচিব রূপক সাহা, বাবলু গাঙ্গুলী এবং ক্লাবকর্তা দেবব্রত সরকার।



ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের পক্ষ থেকে সিনিয়র দলের কোচ আন্তোনিও লোপেজ হাবাস 'সুপার অ্যাচিভার' অ্যাওয়ার্ড তুলে দিলেন বিশিষ্ট চলচ্চিত্র অভিনেতা প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়কে।



ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের ১০৭তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী অনুষ্ঠানের মঞ্চে বিশিষ্ট অভিনেতা ও পরিচালক কৌশিক গাঙ্গুলীকে 'এক্সিলেন্স ইন মুভি' সম্মানে ভূষিত করছেন রায়া ভট্টাচার্য, ক্লাবের প্রাক্তন অধিনায়ক মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য এবং ক্লাব কর্তা দীপঙ্কর চক্রবর্তী।

১০৭তম প্রতিষ্ঠা দিবসে খেলোয়াড় ও গুণীজনদের সংবর্ধনা



ক্লাবের ১০৭তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী অনুষ্ঠানের মঞ্চে প্রদীপ প্রজ্বলন করছেন রাজ্যের মাননীয় পঞ্চায়েত মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ। উপস্থিত রয়েছেন মাননীয় দমকল মন্ত্রী কৌশিক চৌধুরী, প্রাক্তন ক্রিকেটার সম্বরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সিএবি'র প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট স্নেহাশীষ গাঙ্গুলী এবং ক্লাবের প্রাক্তন ফুটবলাররা।



রাজ্যের মাননীয় অর্থমন্ত্রী স্বপন দাশগুপ্ত এবং ক্লাব সচিব রূপক সাহা অজয় বসু নামাঙ্কিত সেরা সাংবাদিক সম্মান তুলে দিচ্ছেন বিশিষ্ট সাংবাদিক বিক্রম গুপ্তার হাতে।



ক্লাবের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর দিন নজরুল মঞ্চে সংবর্ধিত বর্তমান সিনিয়র দলের ফুটবলাররা।



প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর অনুষ্ঠান মঞ্চে বিশিষ্ট সংগীত শিল্পী রূপঙ্কর বাগচীর সঙ্গে রয়েছেন সাতের দশকের ক্লাবের দুই ফুটবলার শ্যাম থাপা ও প্রশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায়।

লাল-হলুদের প্রাণ পুরুষ প্রয়াত পল্টু দাসের ৮৭তম জন্মদিবস



প্রাক্তন সচিব দীপক দাস-এর ৮৭তম জন্ম দিবস উপলক্ষ্যে সেজে উঠেছে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব তাঁবু।



প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে দীপক দাস-কে শ্রদ্ধা জানাচ্ছেন ক্লাব সচিব রূপক সাহা, দেবব্রত সরকার, প্রাক্তন ক্রিকেটার সম্বরণ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিধায়ক দীপাঞ্জন চক্রবর্তী সহ প্রাক্তন ফুটবলাররা।

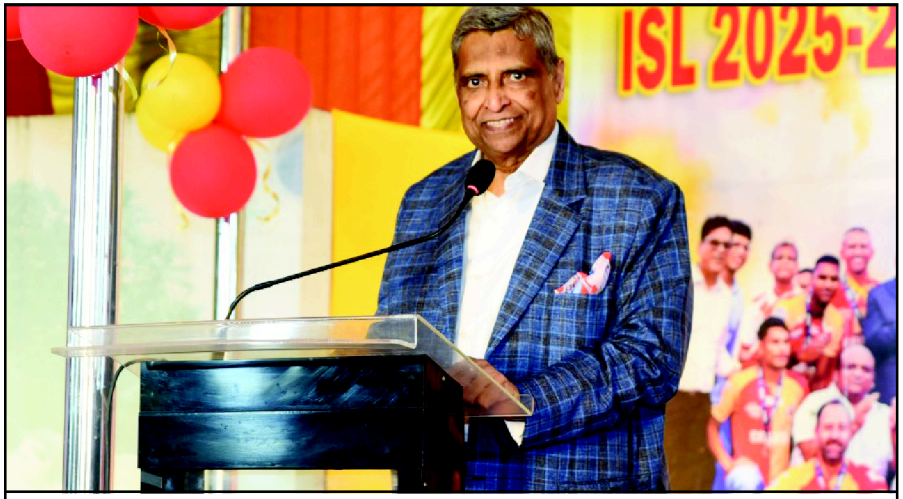


বাংলা ক্রীড়া জগতে ধারাভাষ্যকার রূপে ৫০ বছরে পদার্পণ করেন বিশিষ্ট ক্রীড়া সাংবাদিক জয়ন্ত চক্রবর্তী। তাঁর এই কৃতিত্বের জন্য তাঁকে সম্মাননা জানাচ্ছেন ক্লাব প্রেসিডেন্ট মুরারিলাল লোহিয়া এবং সহ সভাপতি কল্যাণ মজুমদার।



‘স্পোর্টস ডে’ অনুষ্ঠানে সংবর্ধিত হওয়ার পর বক্তব্য রাখছেন কমনওয়েলথ গেমসে জুডোতে সোনাজয়ী অস্মিতা দে। মঞ্চে উপস্থিত রয়েছেন রাজ্যের শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী তাপস রায়, ক্লাব সচিব রূপক সাহা, এবং অস্মিতার তিন প্রশিক্ষক।

লাল-হলুদের প্রাণ পুরুষ প্রয়াত পল্টু দাসের ৮৭তম জন্মদিবস



‘স্পোর্টস ডে’ অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন ক্লাব সভাপতি মুরারিলাল লোহিয়া।



‘স্পোর্টস ডে’ অনুষ্ঠানে প্রয়াত ক্লাব সচিব দীপক দাস স্মারক বক্তব্য রাখছেন রাজ্যের শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী তাপস রায়।



‘স্পোর্টস ডে’ অনুষ্ঠান মঞ্চে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের পক্ষ থেকে রাজ্যের মাননীয় শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী তাপস রায় এবং ক্লাব সচিব রূপক সাহা আজীবন সদস্য পদ তুলে দিচ্ছেন পর্যটন ও সংসদীয় বিষয়কমন্ত্রী মাননীয় শঙ্কর ঘোষের হাতে।



‘স্পোর্টস ডে’ অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে রক্তদান শিবিরে স্বেচ্ছায় রক্তদান করছেন ক্লাবের সমর্থকরা।

লাল-হলুদের প্রাণ পুরুষ প্রয়াত পল্টু দাসের ৮৭তম জন্মদিবস



‘স্পোর্টস ডে’ অনুষ্ঠানে প্রাক্তন অধিনায়ক সুধীর কর্মকারকে সংবর্ধিত করছেন আর এক প্রাক্তন অধিনায়ক সমরেশ চৌধুরী, রাজ্যের মাননীয় শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী তাপস রায় এবং দেবব্রত সরকার।



‘স্পোর্টস ডে’ অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট শিশু চিকিৎসক সুজয় চক্রবর্তীকে ক্লাবের পক্ষ থেকে সংবর্ধিত করছেন দেবব্রত সরকার এবং ফিন্যান্স সেক্রেটারি সদানন্দ মুখার্জী।



‘স্পোর্টস ডে’ অনুষ্ঠান উপলক্ষ্যে ক্লাবের মাঠে আয়োজিত প্রীতি ম্যাচে প্রাক্তন খেলোয়াড়দের সঙ্গে ক্লাবের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের ফুটবলাররা।

পল্টু দাসের ৮৭তম জন্মদিবস
স্মৃতি ও হৃদয়ে তুমি চির অমর



প্রদীপ জ্বালিয়ে প্রয়াত সচিব দীপক দাস-এর ৮৭তম জন্মদিনে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করছেন দেবব্রত সরকার। রয়েছেন ক্লাব সচিব রূপক সাহা, বিধায়ক দীপাঞ্জন চক্রবর্তী, প্রাক্তন ফুটবলার বিকাশ পাঁজি, মনোজিত দাস ও প্রাক্তন ক্রিকেটার সম্বরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

সমাচার প্রতিবেদন : তিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন তাঁর প্রিয় ইস্টবেঙ্গল ক্লাবকে আধুনিকতার মোড়ায় মুড়ে ফেলতে। তিনি স্বপ্ন দেখেছিলেন ইয়ুথ ডেভেলপমেন্টের অগ্রগতি করে সেখান থেকেই ভবিষ্যতের তারকা ফুটবলার তুলে আনতে। তাঁর চোখে ছিল ক্রীড়াক্ষেত্রের উন্নতির জন্য আরও অনেক কিছু কাজ করার। ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের মাধ্যমেই সেই কাজ বাস্তবে পরিণত করার স্বপ্ন দেখেছিলেন তিনি। তিনি আর কেউ নন, তিনি হলেন ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের প্রয়াত সচিব দীপক (পল্টু) দাস। যুগ যুগ ধরে আপামর ইস্টবেঙ্গল জনতার কাছে তিনি ছিলেন শ্রদ্ধা, ভালোবাসার এক অনন্য প্রতীক।

গত ১৩ অগাস্ট ছিল ইস্টবেঙ্গলের প্রয়াত সচিব দীপক (পল্টু) দাসের ৮৭তম জন্মদিন। প্রতি বছর এই দিনটিকে প্রয়াত সচিবের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে 'স্পোর্টস ডে' হিসেবে পালন করে আসছে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব। এবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। সারাদিনব্যাপী নানা অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে চলতি বছরও এই দিনটি যথেষ্ট মর্যাদার সঙ্গে পালন করা হল। সকালে ক্লাব তাঁবুতে পল্টু দাসের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে সারাদিনব্যাপী অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা হয়। তারপর শুরু হয় বিশিষ্ট চিকিৎসকবৃন্দ দ্বারা স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির। শয়ে শয়ে লাল-হলুদ জনতা এই শিবিরে অংশগ্রহণ করেছিলেন। শুধু পুরুষেরাই নন এই দুই শিবিরে মহিলাদের অংশগ্রহণও ছিল চোখে পড়ার মতো।

এরপর দুপুরে ক্লাবের কৃত্রিম ঘাসের মাঠে প্রাক্তন ফুটবলারদের প্রীতি ম্যাচ ঘিরেও দর্শকদের উন্মাদনা ছিল চোখে পড়ার মতো। সেই প্রীতি ম্যাচই বল পায়ে মাঠে নেমেছিলেন, বাইচুং ভুটিয়া থেকে শুরু করে, কুলজিৎ সিং, আলভিটো ডিকুনহা, রহিম নবি, অর্ণব মণ্ডল, সংগ্রাম মুখোপাধ্যায়, অসীম বিশ্বাস, নাজিমুল হক, দেবাশীষ পালচৌধুরী, বিশ্বনাথ মণ্ডল, মহম্মদ রফিক, ফাল্গুনী দত্ত সহ আরও অনেকে। এই ম্যাচ দেখতে মাঠে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী তাপস রায়, ক্লাব প্রেসিডেন্ট মুরারিলাল লোহিয়া, সহসভাপতি কল্যাণ মজুমদার এবং দেবব্রত সরকার সহ অন্যান্যরা। উপস্থিত ছিলেন অর্জুন পুরস্কারপ্রাপ্ত ক্লাবের প্রাক্তন অধিনায়ক সুধীর কর্মকার, সমরেশ চৌধুরী, ভাস্কর গাঙ্গুলী, বিকাশ পাঁজি সহ আরও বহু প্রাক্তনী।

বিকেলে ক্লাব লনে এক মনোমুগ্ধকর অনুষ্ঠানের মঞ্চে ক্লাবের পক্ষ থেকে সংবর্ধিত করা হয় শিল্প-বাণিজ্যমন্ত্রী তাপস রায় এবং পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষকে। ক্লাবের পক্ষ থেকে পর্যটনমন্ত্রীকে আজীবন সদস্যপদের সম্মানও তুলে দেওয়া হয়। এর পাশাপাশি সংবর্ধিত করা হয় ক্লাবের প্রাক্তন অধিনায়ক সুধীর কর্মকার, সমরেশ চৌধুরী, বাইচুং ভুটিয়া থেকে শুরু করে কমনওয়েলথ গেমসে সোনাজয়ী অস্মিতা দে ও তাঁর তিন কোচ সহ অনূর্ধ্ব ২৩ এশিয়ান অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপের আসরে ৪×৪০০ মিটার রিলে রেসে সোনাজয়ী বাংলার তরুণী নফিসা খাতুনকে। চলতি বছর বাংলা ক্রীড়া জগতে ধারাভাষ্যকার হিসেবে ৫০ বছর পূর্ণ করলেন বিশিষ্ট ক্রীড়া সাংবাদিক জয়ন্ত চক্রবর্তী। তাই তাঁকেও এই মঞ্চ থেকেই সংবর্ধিত করে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব। সংবর্ধিত হন সিনিয়র ফুটবল দলের তিন খেলোয়াড় সৌভিক চক্রবর্তী, ডেভিড লালহানসাংঙ্গা, রোহিত দানু। এছাড়াও সংবর্ধিত করা হয় ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের ১০০ বছরের থিম সংয়ের গীতিকার ও সুরকার রাজা চন্দ ও অরিন্দম চট্টোপাধ্যায়কে। সংবর্ধিত হন আইএফএ পরিচালিত কলকাতা ফুটবল লিগের প্রথম থেকে পঞ্চম ডিভিশনের সেরা খেলোয়াড়রাও।

অনুষ্ঠানের মঞ্চ থেকেই ক্লাবের প্রেসিডেন্ট মুরারিলাল লোহিয়া থেকে শুরু করে শিল্পমন্ত্রী তাপস রায় এবং বিশিষ্ট ধারাভাষ্যকার জয়ন্ত চক্রবর্তী তুলে ধরলেন ইস্টবেঙ্গলের প্রয়াত সচিব দীপক দাসের সঙ্গে তাঁদের নানা স্মৃতির কথা। পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ বলেন, 'ইস্টবেঙ্গল ক্লাব এই বাংলারই একটা অঙ্গ। আমরা জানি ভারতীয় ফুটবলে ইস্টবেঙ্গলের অনেক অবদান আছে। আগামী দিনে এই ক্লাব



‘স্পোর্টস ডে’ অনুষ্ঠানের মঞ্চে রাজ্যের শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী মাননীয় তাপস রায় এবং পর্যটন ও সংসদীয় বিষয়ক মন্ত্রী মাননীয় শংকর ঘোষ সংবর্ধিত করছেন ইস্টবেঙ্গল সিনিয়র দলের তিন ফুটবলার সৌভিক চক্রবর্তী, রোহিত দানু এবং ডেভিড লালহানসাঙ্গাকে।

যাতে আরও সাফল্য পায় সেই কামনা করি। পাশাপাশি আমাকে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের আজীবন সদস্যপদ দেওয়ার জন্য আমি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই ক্লাবের সকলকে।’

কমনওয়েলথ গেমসে সোনাজয়ী অস্মিতা দে বলেন, ‘এই রকম একটা অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হতে পেরে আমি অভিভূত। ইস্টবেঙ্গল ক্লাব যেভাবে আমাকে এবং আমার তিন কোচকে সংবর্ধনা জানাল তাতে আমি যথেষ্ট আনন্দিত এবং উচ্ছ্বসিতও বটে। কারণ আমার সাফল্যের পিছনে আমার এই তিন কোচের অবদান কোনওভাবেই অস্বীকার করা যাবে না। উনারা যেভাবে আমাকে তৈরি করেছেন তার জন্য আমি চির কৃতজ্ঞ তাঁদের কাছে।’ এরপর অস্মিতা তাঁর ছোটোবেলার সেই কঠিন সংগ্রামের দিনগুলির প্রসঙ্গ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, ‘আমাদের আর্থিক অবস্থা একেবারেই ভালো ছিল না। তার মধ্যে বাবা অনেক কষ্ট করে আমাকে জুডো খেলা শিখিয়েছেন। আমি যাতে সংসারের চাপে খেলা থেকে হারিয়ে না যাই সেইজন্য বাবা প্রতিনিয়ত আমাকে উৎসাহিত করেছেন। বাবার স্বপ্ন ছিল, আমি যেন একদিন দেশের হয়ে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতায় সফল হতে পারি। বর্তমানে বাবার দেখা সেই স্বপ্ন সফল হয়েছে। কিন্তু দুঃখের বিষয় হল, বাবা আমার এই সাফল্য দেখে যেতে পারলেন না। কমনওয়েলথ গেমস এখন আমার কাছে অতীত। আমার আগামীর লক্ষ্য এশিয়ান গেমসের নিজেকে তৈরি করছি। আপনারা আমাকে আশীর্বাদ করুন যাতে আমি আবার দেশের জার্সিতে সোনা জয় করতে পারি।’



১৩ অগাস্ট ‘স্পোর্টস ডে’ অনুষ্ঠানে প্রাক্তন অধিনায়ক সুধীর কর্মকারের সঙ্গে ক্লাবের মহিলা সদস্যরা।

এরপর অনূর্ধ্ব ২৩ এশিয়ান অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে রিলে রেসে সোনাজয়ী বাংলার তরুণী নফিসা খাতুন বলেন, ‘ইস্টবেঙ্গলের সঙ্গে আমার সম্পর্ক বহু দিনের। কাজেই ক্লাবের ডাকে সারা দিতেই আমার বেঙ্গালুরু থেকে এই সুন্দর অনুষ্ঠানে উপস্থিত হওয়া। এমন সুন্দর অনুষ্ঠানের মঞ্চ থেকেই ক্লাবের দেওয়া এই সম্মান আগামীতে আমাকে ভালো পারফরম্যান্স করতে প্রেরণা জোগাবে।’ প্রাক্তন অধিনায়ক বাইচুং ভুটিয়া বলেন, ‘কিশোর বয়েসে প্রথম সিকিম থেকে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে এসে অভিভাবক হিসেবে যাঁকে পেয়েছিলাম তিনি হলেন পল্টু দা। যিনি আমাকে সব সময়ই স্নেহ, ভালোবাসা দিয়ে আগলে রাখতেন। তারপর যত দিন গিয়েছে, ততই দেখেছি আধুনিকতার মোড়কে তিনি কীভাবে ইস্টবেঙ্গলকে তৈরি করতে চেয়েছিলেন আমার দেখে ভালো লাগছে পল্টুদার দেখা সেই স্বপ্নগুলো আজ ধীরে ধীরে বাস্তবায়িত করছেন বর্তমান ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের কর্তারা। এই ক্লাবের সঙ্গে আমার বহু স্মৃতি জড়িয়ে আছে, যা কখনও ভোলার নয়।’

এরপর রাজ্যের শিল্পমন্ত্রী তাপস রায়, ক্লাব প্রেসিডেন্ট মুরারিলাল লোহিয়া, সহ-সভাপতি কল্যাণ মজুমদার, সুধীর কর্মকার, সমরেশ চৌধুরী, বাইচুং ভুটিয়া সহ আরও বিশিষ্টজনের উপস্থিতিতে সুধীর কর্মকার নামাঙ্কিত প্লেয়ার বক্স, দীপক দাস নামাঙ্কিত প্রেসিডেন্সিয়াল বক্স এবং জ্যোতিষ গুহ নামাঙ্কিত অফিস কমপ্লেক্সের উদ্বোধন হয়। সন্ধ্যার আলোতে আলোকিত কমপ্লেক্সের ব্যালকনিতে দাঁড়িয়ে সুধীর-সমরেশরা থেকে শুরু করে শিল্পমন্ত্রী তাপস রায় তখন যেন নস্টালজিক হয়ে পড়ছিলেন। এক কথায় অভিনব আর এক মুহূর্তের সাক্ষী থাকলেন উপস্থিত সকলে।



ইস্টবেঙ্গলই মন্দির, জীবনের সেরা সম্মান পেলাম : সুধীর কর্মকার



স্পোর্টস ডে-র অনুষ্ঠানের মঞ্চে ক্লাবের দুই প্রাক্তন অধিনায়ক সুধীর কর্মকার ও সমরেশ চৌধুরীর সঙ্গে ক্লাব প্রেসিডেন্ট মুরারিলাল লোহিয়া, রাজ্যের দুই মন্ত্রী তাপস রায়, শঙ্কর ঘোষ এবং ক্লাবকর্তা দেবব্রত সরকার। রয়েছেন সঞ্চালক গৌতম ভট্টাচার্য ও শর্মিষ্ঠা চট্টোপাধ্যায় (গোস্বামী)।

সুদীপ্ত ভট্টাচার্য

সমাচার প্রতিবেদন : সাতের দশকের কোনও এক বিকেল। ইস্টবেঙ্গল ড্রেসিং রুম তখন গমগম করছে কোনও গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচের আগে। সদ্য শেষ হয়েছে প্রদীপদার ভোকাল টনিক। সুভাষের চোখ থেকে তখন যেন আগুন ঠিকরে বের হচ্ছে। তারই মধ্যে পিন্টু কইয়্যা উঠল, 'চল মাঠে মাইরা আসি ওদের।' বুটের ফিতে বাঁধতে বাঁধতেই যেন বুঝতে পারছি গায়ের রক্ত গরম হয়ে উঠছে। এইভাবেই আমরা বহু ম্যাচে প্রতিপক্ষকে হারিয়ে জয় ছিনিয়ে নিয়েছি। এটাই হল আমার ইস্টবেঙ্গল ক্লাব। রিষড়ার বাড়িতে বসে এক নাগাড়ে এই কথাগুলো বলছিলেন প্রাক্তন অধিনায়ক সুধীর কর্মকার। এরপর প্রিয় ক্লাবের সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তিনি বলেন, 'ইস্টবেঙ্গলের ক্লাবের প্রতি আমার ভালোবাসা ছিল সেই কৈশোর বয়স থেকেই। তখন আমি পাড়ার মাঠে বন্ধুদের সঙ্গে ফুটবল খেলতাম। সেই সময় থেকেই আমার একটাই স্বপ্ন ছিল, যদি জীবনে ফুটবলার হতে পারি তাহলে যেন একবার ইস্টবেঙ্গলে খেলতে পারি এবং তার জন্য নিজেকে যেভাবে তৈরি করতে হয়, তা করতে কখনও চেষ্টার ত্রুটি রাখিনি। অবসর সময়ে বাড়ির কিংবা পাড়ার বড়দের মুখে যখন ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের অতীত ইতিহাস এবং প্রাক্তন খেলোয়াড়দের খেলার নানারকম গল্প শুনতাম তখন অবাক হয়ে থাকতাম। আর ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতাম যেন একবার লাল-হলুদ জার্সি পরে খেলার স্বপ্নটা যেন পূরণ হয়। আমি খুশি। ঈশ্বর আমার সে আশা পূরণ করেছেন। বিশ্বাস করুন এখনও যখন বাড়িতে বসে অবসর সময়ে লাল-হলুদ জার্সি পরে খেলার দিনগুলোর কথা ভাবি, তখন নিজেকে আর সামলাতে পারি না। মনে হয়, আমার জীবনের সবকিছু তো লাল-হলুদ জার্সির সঙ্গে আষ্টে-পৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে। কত স্মৃতি, কত আবেগ, কত ভালোবাসা। এইসব কিছুই আমি পেয়েছি আমার ইস্টবেঙ্গল ক্লাব থেকে।' এখানেই শেষ নয়, স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে সুধীর কর্মকার বলেন, '১৯৬৮ সাল। তখন আমি এরিয়ান ক্লাবে খেলি যেহেতু একই মাঠে আমরা আর ইস্টবেঙ্গলের খেলোয়াড়রা অনুশীলন করতাম ফলে আমাদের অনুশীলনের শেষে আমি প্রায় দিন ইস্টবেঙ্গলের গ্যালারির দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবতাম, আমার লাল-হলুদ জার্সি পরে খেলার স্বপ্নটা কবে পূরণ হবে? সত্যি কথা বলতে এর পরের বছরই যে সেই স্বপ্ন বাস্তবায়িত হবে তা আমি নিজেও ভাবতে পারিনি। ১৯৬৯ সালে মরশুম শুরু হওয়ার আগে থেকেই ইস্টবেঙ্গল কর্তারা আমাকে দলে নেওয়ার ব্যাপারে উৎসাহ দেখাতে থাকেন এবং শেষ পর্যন্ত জ্যোতিষদার হাত ধরে আমার ইস্টবেঙ্গলে যোগদান করা। কারণ যে ক্লাবে খেলার স্বপ্ন ছোটোবেলা থেকে দেখে এসেছি সেই ক্লাবের প্রস্তাব কীভাবে ফিরিয়ে দিই। তাই কোনও কিছু না ভেবেই জ্যোতিষদার হাত ধরে চলে এলাম আমার স্বপ্নের ক্লাবে। সেই শুরু হল লাল-হলুদ জার্সি পরে আমার পথ চলা। এরপর ধীরে ধীরে দলের গুরুত্বপূর্ণ ফুটবলার হয়ে উঠলাম। প্রিয় ক্লাবে জার্সি গায়ে কত ম্যাচ খেলেছি। শুধু দেশের ক্লাবের বিরুদ্ধেই নয়, বিদেশি



ক্লাবের মিউজিয়ামে পঞ্চপাণ্ডবের মূর্তির সামনে কিংবদন্তী ফুটবলার ও প্রাক্তন অধিনায়ক সুধীর কর্মকার।

ক্লাবের বিরুদ্ধেও আমরা লড়াই করে জয় ছিনিয়ে এনেছি। সেই সব স্মৃতিগুলো আজও মনের মণিকোঠায় উঁকি মারে প্রতিনিয়ত। বিশেষ করে পাস ক্লাব, পিয়ং ইয়ং সিটি এবং আইএফএ শিল্ডের ফাইনালে মোহনবাগানকে ৫-০ গোলে হারানোর ম্যাচটা আমার জীবনের অন্যতম সেরা ম্যাচ। এই ম্যাচের স্মৃতিগুলো আমৃত্যু থেকে যাবে আমার কাছে। পাশাপাশি, ক্লাবকর্তা থেকে সমর্থকদের ভালোবাসা, সম্মান খেলা ছাড়ার এতদিন বাদেও যেভাবে পেয়ে আসছি তা সবকিছুই আমার ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের জন্য। ওই ক্লাবের লাল-হলুদ জার্সি গায়ে না খেললে হয়তো এটা সম্ভব ছিল না। এটা একদম বাস্তব সত্য।' কথাগুলো বলার সময় বেশ নস্টালজিক হয়ে পড়ছিলেন ভারতীয় ফুটবলের অন্যতম কিংবদন্তী এবং প্রাক্তন ইস্টবেঙ্গল অধিনায়ক সুধীর কর্মকার।

চলতি বছর ১৩ অগাস্ট ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের প্রয়াত সচিব দীপক (পল্টু) দাস-এর ৮৭তম জন্মদিবসের দিন উন্মোচিত হয় লাল-হলুদের প্রাক্তন অধিনায়ক সুধীর কর্মকার নামাঙ্কিত প্লেয়ার বক্সের। একই সঙ্গে উন্মোচিত হয় দীপক দাস নামাঙ্কিত প্রেসিডেন্সিয়াল বক্স ও জ্যোতিষ গুহ নামাঙ্কিত অফিস কমপ্লেক্সের। সেই সুন্দর মুহূর্তের সাক্ষী ছিলেন সুধীরবাবু নিজেও। সেই সুন্দর মুহূর্তের অনুভূতির কথা ব্যক্ত করতে গিয়ে তিনি বলেন, 'আমার প্রিয় ইস্টবেঙ্গল ক্লাব আমাকে জীবিত অবস্থায় যে সম্মান দিল তা ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না। আমি মনে করি খেলোয়াড় জীবনে অনেক অনেক বড় পুরস্কার পেয়েছি, কিন্তু আমার নামাঙ্কিত সুন্দর একটি প্লেয়ার বক্স তৈরি করে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব যে সম্মান জানালো সেটা আমার জীবনের অন্যতম সেরা পুরস্কার। একথায় আমি অভিভূত। আমার পাশাপাশি পল্টুদা এবং জ্যোতিষদার প্রতিও যে সম্মান ইস্টবেঙ্গল জানালো তার জন্য কোনও প্রশংসাই যথেষ্ট নয়। এনারা দু'জনেই ছিলেন এক একজন কিংবদন্তী। ক্লাবের প্রতি পল্টুদা এবং জ্যোতিষদার অবদান অপরিসীম। সত্যি আমি দারুণ খুশি হয়েছি এনাদের প্রতি ক্লাবের এমন সম্মাননা প্রদান দেখে।'



'স্পোর্টস ডে'- তে ক্লাবের মিউজিয়ামে উপস্থিত হয়ে নিজের স্বাক্ষর করা বল দেবব্রত সরকার-এর হাতে তুলে দিচ্ছেন প্রাক্তন অধিনায়ক সুধীর কর্মকার।

এরপর সেদিনের সেই অনুষ্ঠান নিয়ে বলতে গিয়ে লাল-হলুদের প্রাক্তন অধিনায়ক বলেন, 'খেলা ছাড়ার পর অনেকদিন আমার ক্লাবে যাওয়া হয়নি। কিন্তু আমার ছোটো ভাই মানে নীতুর (দেবব্রত সরকার) আমার প্রতি ভালোবাসা, শ্রদ্ধা এবং আন্তরিকতায় আমি মুগ্ধ। বিশেষ করে ওর আবদার এবং ক্লাবের প্রতি ভালোবাসার টানেই আমি ছুটে গিয়েছিলাম আমার প্রিয় ক্লাবে এবং সেখানে গিয়ে সকলের কাছ থেকে যে ভালোবাসা ও সম্মান আমি পেলাম তা লিখে শেষ করা যাবে না। বর্তমানে ক্লাবের তাঁবু থেকে শুরু করে মাঠ ড্রেসিংরুম দেখে আমার সেইপুরনো স্মৃতিগুলো মনে পড়ে যাচ্ছিল। আজ যেভাবে আধুনিকতার মোড়কে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব সেজে উঠছে তাতে প্রাক্তন অধিনায়ক হিসেবে আমি সত্যি গর্বিত। নীতু ও তাঁর সহযোদ্ধারা ইস্টবেঙ্গল ক্লাবকে এক অন্যমাত্রায় নিয়ে যাওয়ার যে কর্মকাণ্ডে নিজেদের শামিল করে প্রতিনিয়ত কাজ করে চলেছে তার জন্য ওদের প্রশংসা করতেই হবে। আমার খুব ভালো লেগেছে মিউজিয়াম এবং লাইব্রেরি দেখেও। এত সুন্দরভাবে কত পুরনো স্মৃতি যত্ন করে রেখে দেওয়া হয়েছে সেখানে। সত্যিই অসাধারণ। খুব সুন্দর একটা মুহূর্তের সাক্ষী থাকলাম। মনে হচ্ছিল আরও কিছুটা সময় যেন মন খুলে আড্ডা মারি সকলের সঙ্গে। কিন্তু কিছু করার নেই সময় থেমে থাকল না। তাই বাড়ির পথ ধরলাম। ইচ্ছে আছে সুযোগ পেলে আবার ছুটে যাব আমার ক্লাবে।'

ডুরান্ড জয় দিয়ে মরশুম শুরু ইস্টবেঙ্গলের



কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী মাননীয় রাজনাথ সিং এবং রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী ইন্দ্রনীল খাঁ-র হাত থেকে ডুরান্ডের চ্যাম্পিয়ন ট্রফি গ্রহণ করছেন রশিদ ও সৌভিক। উপস্থিত এআইএফএফ প্রেসিডেন্ট কল্যাণ চৌবে-ও।

সমাচার প্রতিবেদন : দীর্ঘ বেশ কয়েক বছর শুধুই ছিল প্রতীক্ষার পালা। অবশেষে বিগত বছর আইএসএল-র মতো ভারতের সেরা ট্রফি জয় দিয়ে ফের চ্যাম্পিয়নের যাত্রা শুরু হয় ইস্টবেঙ্গলের। আইএসএল চ্যাম্পিয়ন হওয়ার রেশ কাটতে না কাটতেই ফের শতাব্দী প্রাচীন জয় মশাল ব্রিগেডের। তাও আবার চির প্রতিদ্বন্দ্বী দলকে একেবারে নাস্তানাবুদ করে ৪-১ গোলে হারিয়ে। ভারতীয় ফুটবলের ডার্বি ম্যাচ অনেক তারকার জন্ম দিয়েছে। এবারের ডুরান্ড ফাইনালের ডার্বি যেভাবে প্রতিপক্ষকে সব বিভাগেই টেক্কা দিল, তার জন্য কোনও প্রশংসাই যথেষ্ট নয়। ম্যাচের শুরুতেই বিপিনের গোল দিয়ে গোলের খাতা খোলে ইস্টবেঙ্গল। তারপর পর পর ৩ গোল করে চির প্রতিদ্বন্দ্বীদের জাল কাঁপিয়ে ডুরান্ড জয় নিশ্চিত করে দেন এডমুন্ড। তবে ম্যাচে জেসিন সহজ সুযোগ হাতছাড়া না করলে ডুরান্ড কাপের ফাইনালের ইতিহাসে আরও একটা নজির গড়তে পারত ইস্টবেঙ্গল।



ডুরান্ড ট্রফি জয়ের সেলিব্রেশনে মাতলেন ইস্টবেঙ্গল ফুটবলাররা।

সেই পথেই অনুসরণ করল। লাল-হলুদ জার্সি পরে, মশাল ব্রিগেড ভারতীয় ফুটবলকে উপহার দিলএডমুন্ড লালরিনডিকা নামের এক পাহাড়ি যুবককে। পাশাপাশি ইস্টবেঙ্গলের এই জয় একই সঙ্গে ভেঙে দিল ১৯৭৮ সালে ডুরান্ডের ফাইনালে চির প্রতিদ্বন্দ্বীদের ৩-০ গোলে হারানোর জয়ের রেকর্ডকেও। এখানেই শেষ নয়, ১৯৯৭-এর ফেডারেশন কাপের সেমিফাইনাল ম্যাচে এই যুবভারতীতে ইস্টবেঙ্গল ৪-১ গোলে হারিয়েছিল মোহনবাগানকে। সেবার হ্যাটট্রিক করেছিলেন বাইচুং ভুটিয়া। চলতি বছরের ডুরান্ডের ফাইনালে হ্যাটট্রিক করে তাঁর রেকর্ডও স্পর্শ করে ফেললেন এডমুন্ড। হাইভোল্টেজ এই ম্যাচে গোটা লাল-হলুদ ব্রিগেড

এদিকে ইস্টবেঙ্গলের জয়ে স্বাভাবিকভাবেই দারুণ খুশি মশাল ব্রিগেডের প্রাক্তন ফুটবলার থেকে শুরু করে আপামর লাল-হলুদ সমর্থক। তাঁদের মতে, ছন্দে থাকা এই ইস্টবেঙ্গল আগামীতে আরও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠবে এবং আইএসএল এবং এএফসি'র ম্যাচেও ভালো ফল করবে ইস্টবেঙ্গল। তাঁরা আরও মনে করেন খেলোয়াড়দের এমন পারফরম্যান্সের পিছনে যিনি রয়েছেন, তিনি আর কেউ নন, তিনি হলেন কোচ হাবাস। সুতরাং ভালো ফলের আশা করাটাই স্বাভাবিক। আর হাবাস নিজেও যে ইস্টবেঙ্গলকে সাফল্য দিতে মরিয়া সেটা তিনি বছরের শুরুতেই তাঁর পারফরম্যান্সে বুঝিয়ে দিয়েছেন।

এডমুন্ডরা আগামীর সম্পদ

ডুরান্ড জয় ট্রেলার, পিকচার আভি বাকি হ্যায়, বলছেন ভাস্কর-মিহিররা

সমাচার প্রতিবেদন : আজ থেকে ৪৮ বছর আগে ডুরান্ড কাপের ফাইনালে ইস্টবেঙ্গলের মুখোমুখি হয়েছিল মোহনবাগান। আন্ডারডগ হিসেবে মাঠে নেমে সেদিন যমুনাপাড়ের আম্বেদকর স্টেডিয়ামের সবুজ ঘাসে চির প্রতিদ্বন্দ্বী দলকে দুরমুশ করে ৩-০ গোলে জয় হাসিল করে নিয়েছিল সেই সময়ের মশাল বাহিনী। তারপর থেকে এতদিন পর্যন্ত এটাই ছিল শতাব্দী প্রাচীন টুর্নামেন্টে এক অনন্য নজির। যা এতদিন অক্ষত থাকলেও চলতি বছরের সেই ডুরান্ড কাপের ফাইনাল ম্যাচে ইস্টবেঙ্গলের সেদিনের সেই জয়ের রেকর্ড ভেঙে দিয়ে নতুন নজির গড়লেন আনোয়ার, বিপিন, এডমুন্ডরা। যা দেখে স্বাভাবিকভাবেই দারুণ খুশি ৭৮-এর লাল-হলুদের দুই প্রাক্তনী ভাস্কর গাঙ্গুলী ও মিহির বসু।



চলতি বছরের ডুরান্ড কাপের ফাইনাল ম্যাচ ইস্টবেঙ্গলের ৪-১ ব্যবধানে জয় ভেঙে দিল ১৯৭৮-এর ডুরান্ড ফাইনালে ৩-০ ব্যবধানের রেকর্ড। এই সম্বন্ধে বলতে গিয়ে ভাস্কর গাঙ্গুলী বলেন, 'রেকর্ড তৈরি হয় তা ভাঙার জন্য। আমি খুশি এই ভেবে আমাদের রেকর্ড আমরাই ভেঙেছি। এই মুহূর্তে আমার কাছে সবচেয়ে বড় কথা হল, অনেকদিন বাদে ইস্টবেঙ্গল যেভাবে মোহনবাগানকে বড় ব্যবধানে হারালো তাতে ইস্টবেঙ্গলের প্রাক্তন অধিনায়ক এবং একজন কট্টর লাল-হলুদ সমর্থক হিসেবে আমি সত্যিই গর্বিত, আনন্দিত এবং উচ্ছ্বসিতও। এই সবের মাঝেও একটা কথা বলতে চাই, আগামীদিনেও যে টুর্নামেন্টগুলি আছে সেখানেও আমাদের খেলোয়াড়দের সেরা খেলাটা খেলে চ্যাম্পিয়ন হতে হবে। থেমে থাকলে চলবে না। কেন না এই মরশুমে ইস্টবেঙ্গলের যে দল হয়েছে, তাতে আমি ব্যক্তিগতভাবে এবারের দলের সাফল্য পাওয়া নিয়ে দারুণভাবে আশাবাদী।'

এরপর দলের প্রধান কোচ হাবাসের প্রশংসা করে প্রাক্তন অধিনায়ক বলেন, 'একটা দল যখন সাফল্য পায়, তখন অবশ্যই কোচের একটা ভূমিকা থাকে। এক্ষেত্রেও তাই। হাবাসের অনুশীলন যেটুকু দেখেছি, তাতে আমার মনে হয়েছে, সেটা হল উনি খেলোয়াড়দের শারীরিক সক্ষমতা ওপরের দারুণভাবে জোর দেন। যে কোনও দলের সাফল্য পেতে গেলে এটাই ভীষণভাবে দরকার। প্রতিদিন উনি দু'ঘন্টা খেলোয়াড়দের অনুশীলন করান এবং এই জন্যই আনোয়ার, এডমুন্ড, জিকনসরা এতটা ম্যাচ ফিট। এছাড়া যে কোনও কোচকে সাফল্য পেতে গেলে তাঁর মাচ রিডিং ক্ষমতা ভালো থাকা অত্যন্ত জরুরী। এক্ষেত্রে হাবাস অন্য কোচদের থেকে অনেকটাই এগিয়ে বলে আমি মনে করি। তার প্রমাণ ইস্টবেঙ্গলের এই দুরন্ত পারফরম্যান্স।'

ভাস্কর গাঙ্গুলীর মতো ডুরান্ডের ফাইনাল ম্যাচে ইস্টবেঙ্গলের এমন সাফল্যের দারুণ উচ্ছ্বসিত আর এক প্রাক্তন অধিনায়ক মিহির বসু-ও। ১৯৭৮-র সেই ম্যাচে লাল-হলুদের হয়ে দ্বিতীয় গোলটি করেছিলেন তিনি। এবারের এই জয়ের সঙ্গে সেদিনের ম্যাচের বিশ্লেষণ করতে গিয়ে লাল-হলুদের প্রাক্তন স্ট্রাইকার বলেন, 'প্রথমেই বলি, বাংলায় একটা কথা আছে, খোঁচা খাওয়া ইস্টবেঙ্গল সব সময়ই ভয়ঙ্কর। এই কথাটা যে মিথ্যে নয় তা ফের একবার বর্তমান লাল-হলুদ ফুটবলাররা প্রমাণ করে দিলেন এবারের ডুরান্ড কাপের ফাইনাল ম্যাচে। আমি ২০২৬ সালের ডুরান্ড কাপের ফাইনাল ম্যাচ দেখতে দেখতে ভাবছিলাম ১৯৭৮ সালের ডুরান্ড কাপের ফাইনাল ম্যাচের সঙ্গে এবারের ডুরান্ড কাপের ফাইনাল ম্যাচের মধ্যে একটা অদ্ভুত মিল রয়েছে। সেটা হল সেবারও ফাইনালে আমরাই ছিলাম আন্ডারডগ, এবারও ঠিক তাই। সেদিনের ম্যাচে প্রতিপক্ষ দল ধারে, ভারে আমাদের থেকে অনেকটাই এগিয়েছিল। কিন্তু লাল-হলুদ জার্সি পরে মাঠে নামতেই আমরা যেন আলাদা শক্তি পেয়ে গিয়েছিলাম। তারপর তো বাকিটা ইতিহাস। এবারও ঠিক একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হল। যা দেখে ইস্টবেঙ্গলের একজন প্রাক্তন ফুটবলার হিসেবে এক কথায় আমি অভিভূত। এইরকমভাবে ডার্বির মতো হাইভোল্টেজ একটা ম্যাচে শক্তিশালী চির প্রতিদ্বন্দ্বীকে দুরমুশ করা যায় এটা ইস্টবেঙ্গল ফের দেখিয়ে দিল এবং বড় ব্যবধানে মোহনবাগানকে হারিয়ে ট্রফি জয়ের জন্য আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন জানাই বর্তমান দলের সকল ফুটবলার থেকে শুরু করে কোচ ও সাপোর্ট স্টাফ প্রত্যেককে।'

এবারের ডুরান্ড কাপের ফাইনালে হ্যাটট্রিক করে সকলের নজর কেড়েছেন লাল-হলুদের তরুণ উদীয়মান স্ট্রাইকার এডমুন্ড লালরিনডিকা। তাঁর প্রশংসা করে ইস্টবেঙ্গলের প্রাক্তন অধিনায়ক বলেন, 'এডমুন্ডের খেলা আমার যথেষ্ট ভালো লাগে। কেননা আমি মনে করি একজন স্ট্রাইকারের যে যে গুণ থাকা দরকার ওর মধ্যে সবই আছে। ফাইনালের দিন ওর দ্বিতীয় গোলটা এক কথায় অসাধারণ। বহুদিন মনে থাকবে এই গোলটা। আমার মতে, এডমুন্ডকে যদি ঠিকমতো গাইড করা যায়, তাহলে ও আগামী দিনে ভারতবর্ষের ফুটবলের সম্পদ হয়ে উঠবে। তবে শুধু এডমুন্ড একা নয় এবারের ইস্টবেঙ্গল দলের অনেক খেলোয়াড়রাই আছেন যাদের জাতীয় দলের হয়ে খেলার যোগ্যতা রয়েছে।'

এরপরই দলের কোচ আন্তোনিও লোপেজ হাবাসেরও ভূয়সী প্রশংসা শোনা গেল মিহির বসুর কণ্ঠে। তিনি বলেন, 'ভাস্করের সঙ্গে আমিও একমত হাবাসের ম্যাচ রিডিং ক্ষমতা অন্য কোচদের থেকে অনেক ভালো। আর তার প্রমাণ মিললো ডুরান্ড ও এএফসি-র ম্যাচে। মাথায় রাখতে হবে, একজন কোচ ডার্বি ম্যাচে তাঁর খেলোয়াড়দের থেকে সেরা খেলাটা পাবেন বলেই ম্যাচের আগের দিন অনুশীলনে বিশ্রাম দিয়েছিলেন। আমি হলফ করে বলছি স্বয়ং প্রদীপদার মতো বড় কোচও এই ধরনের ঝুঁকি নিতেন না। আর এখানেই হাবাস প্রতিপক্ষ কোচকে টেক্কা দিয়ে দিলেন। মাঠে নেমে ইস্টবেঙ্গলের ফুটবলাররা যে ফুটবলটা উপহার দিলেন আমার মনে হয় তা এক কথায় অসাধারণ। এর কৃতিত্ব হাবাসের প্রাপ্য। কাজেই তাঁকে হ্যাটস অফ জানাতেই হবে। সবশেষে একটা কথাই বলবো, আমার প্রিয় ক্লাব ইস্টবেঙ্গল যাতে আরও আরও সাফল্য পাক এটাই আমি চাই।'

এবার এএফসিতে সাফল্য পেতেই হবে, আত্মবিশ্বাসী প্রিয়াঙ্কা



সমাচার প্রতিবেদন : বর্তমানে ইস্টবেঙ্গল মহিলা ফুটবল দলের হয়ে দারুণভাবে নজড় কেড়েছেন মণিপুরের অজানা, অখ্যাত গ্রাম থেকে উঠে আসা এক তরুণী। পুরো নাম নাওরেম প্রিয়াঙ্কাদেবী। চলতি মরশুমে ওর দুরন্ত ফুটবল দেখে বোঝার উপায় ছিল না যে মাত্র কয়েকমাস আগেই গুরুতর এসিএল-র চোট পেয়ে মাঠ থেকে ছিটকে গিয়েছিল প্রিয়াঙ্কা।

বর্তমানে আইডব্লুএল চ্যাম্পিয়ন হয়ে এএফসি-র গ্রুপ পর্বের বাধা টপকে এবারও মূল পর্বে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে অ্যান্থনি অ্যান্ড্রুজের প্রশিক্ষণাধীন ইস্টবেঙ্গলের প্রমীলা ব্রিগেড। আর সেই দলের গুরুত্বপূর্ণ সদস্যা হলেন এই মণিপুরী তরুণী।

তবে চোটের বিষয় নিয়ে এখন আর একেবারেই পিছনে ফিরে তাকাতে রাজি নয় ইস্টবেঙ্গল মহিলা দলের মিডফিল্ডারটি। প্রিয়াঙ্কার ভাবনায় এখন শুধুই এএফসি-র মূল পর্বে ভালো পারফরম্যান্স করে দলকে চ্যাম্পিয়ন করা।

বাবা-মা আর দুই বোন ও দাদাকে নিয়েই প্রিয়াঙ্কাদের সংসার। অভাব, অনটন সংসারে থাকলেও প্রিয়াঙ্কা ফুটবল অন্তঃপ্রাণ সেই কৈশোর বয়স থেকেই। পাড়ার মাঠে বড় দাদাদের ফুটবল খেলা দেখেই প্রিয়াঙ্কার মনে জেগেছিল ফুটবলার হওয়ার স্বপ্ন। তারপর একদিন ফুটবল নিয়ে মাঠে নেমে পড়া। তখন প্রিয়াঙ্কার বয়স মাত্র নয় বছর।

তারপর যত দিন গিয়েছে ধীরে ধীরে ফুটবলের সঙ্গে প্রিয়াঙ্কার সম্পর্ক ততই গভীর থেকে গভীরতর হয়েছে। ধীরে ধীরে পাড়ার মাঠের পাঠ চুকিয়ে স্থানীয় ক্লাব এবং পরে ওখান থেকে গ্রাসরুট লেভেলে নির্বাচিত হয়ে ধীরে ধীরে প্রফেশনাল ফুটবলার হওয়ার লক্ষ্যে পথ চলা শুরু ইস্টবেঙ্গল মিডফিল্ডারেরা।

প্রফেশনাল ফুটবলে প্রিয়াঙ্কার প্রথম ক্লাব ইন্ডিয়ান অ্যারোজ। তারপর সেখান থেকে কেরল ব্লাস্টার্স, সেতু এফসির হয়ে আইডব্লুএল-এ দুরন্ত পারফরম্যান্সের পরই প্রিয়াঙ্কার ঠিকানা হয় ইস্টবেঙ্গল ক্লাব। বর্তমানে ও মশাল বাহিনীর অন্যতম সদস্যা। বিগত বছরের মতো চলতি বছরও এফএসি-র মূল পর্বে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছে ইস্টবেঙ্গল। কাজেই প্রিয়াঙ্কার যাবতীয় লক্ষ্য এখন এএফসি নিয়ে।

এই সম্বন্ধে বলতে গিয়ে লাল-হলুদ মিডফিল্ডার বলেন, 'আমরা গতবারও এএফসিতে শুরুটা ভালোই করেছিলাম, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভাগ্য আমাদের সঙ্গ দেয়নি। তাই বলে আমরা হাল ছেড়ে দিইনি। সবাই মিলে লড়াই করে আবার আইডব্লুএল চ্যাম্পিয়ন হয়ে আমরা এএফসি-তে সুযোগ পাই এবং গ্রুপের বাধা টপকে এবারও আমরা আবার মূল পর্বে খেলার যোগ্যতা অর্জন করেছি। আমার আশা এবার শুধু মূল পর্বেই ভালো খেলা নয়, চ্যাম্পিয়ন হওয়ার অন্যতম দাবিদার হয়েই পরবর্তী ম্যাচগুলোতে মাঠে নামব। কেননা আমাদের ইস্টবেঙ্গল ক্লাব এই টুর্নামেন্টে দেশের প্রতিনিধিত্ব করবে। সুতরাং আমরা সকলেই জান-কবুল লড়াই করার জন্য তৈরি আছি। যাতে দেশ এবং ক্লাবের সুনাম বজায় থাকে। পাশাপাশি আমাদের কোচ অ্যান্থনি স্যার বিগত ম্যাচগুলিতে দলের সকলের পারফরম্যান্স নিয়ে খুবই খুশি। এখন দেখা যাক শেষ পর্যন্ত ভাগ্য আমাদের কতটা সঙ্গ দেয়।'

প্রিয়াঙ্কা আরও বলেন, 'ইস্টবেঙ্গলের মহিলা বাহিনী যেভাবে ভারতীয় ফুটবলে নিজেদের আধিপত্য বজায় রেখে পরপর দুই বছর ভারত সেরা হয়েছে তার কৃতিত্ব পুরোপুরিই দলের কোচ অ্যান্থনি অ্যান্ড্রুজ ও দলের সহকারী কোচ, সাপোর্ট স্টাফ থেকে খেলোয়াড় প্রত্যেকের। সবাই মিলে একসঙ্গে লড়াই করি বলেই আমরা সাফল্য পাই। এছাড়া মাঠে নামার সময় দলের সকলে একটা কথাই মাথায় রাখি আমরা ইস্টবেঙ্গলের মতো ঐতিহ্যশালী ক্লাবের জার্সি গায়ে খেলছি। আমরা সকলে একটা পরিবারের মতো। প্রতিপক্ষ দলে কারা আছেন কারা নেই, আমরা সেটা নিয়ে ভাবি না। মাঠে আমাদের একটাই লক্ষ্য থাকে নিজেদের সেরাটা দিতে হবে। সবাই মিলে এটা করি বলেই আমরা পর পর দু'বার ভারত সেরা হয়েছি। এটা আমাদের সকলের কাছে যথেষ্ট গৌরবের।'

এসিএল ইনজুরি হওয়ার পর দীর্ঘ নয় মাস মাঠের বাইরে থাকা। তারপর মাঠে ফিরেই দুরন্ত কামব্যাক কিভাবে সম্ভব হল? এর উত্তরে প্রিয়াঙ্কা বলেন, 'আসলে এসিএল ইনজুরির পর আমি কিছুটা ভেঙে পড়লেও, মাঠে ফিরবই এমন বিশ্বাস আমার ছিল। তাই নিয়ম করে রিহ্যাব করতাম। কোচেরা যেভাবে বলেছেন সেভাবেই নিজেকে আবার পুরোপুরি সুস্থ করে তুলেছি এবং নিজেই চ্যালেঞ্জ নিয়েছিলাম যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মাঠে ফিরে আসব। সেই সময় যাঁরা আমার পাশে ছিলেন তাঁদের প্রত্যেককেই আমি কৃতজ্ঞতা জানাই। তাঁরা কঠিন সেই সময় পাশে না থাকলে আমি এত দ্রুত কামব্যাক করতে পারতাম না এবং চোট সারিয়ে আবার যেভাবে এত দ্রুত মাঠে ফিরে এসে জাতীয় দল ও ক্লাবের হয় নিয়মিত খেলতে পারছি এর জন্য ভগবানের কাছে আমি চিরকৃতজ্ঞ। তবে একটা কথা বলতে চাই, অতীত নিয়ে এখন আর একেবারেই ভাবতে চাই না। ওই যে বললাম, আমার এখন একটাই লক্ষ্য আমার ক্লাব ইস্টবেঙ্গলের আগামী এএফসি-র মূল পর্বের ম্যাচগুলি নিয়ে। সমস্ত ইস্টবেঙ্গল সমর্থকদের কাছে আমার অনুরোধ, আপনারা আরও বেশি করে আমাদের সমর্থন করুন। যাতে আমরা এবার আমাদের সবার প্রিয় ইস্টবেঙ্গল ক্লাবকে এএফসি'র মহিলা বিভাগে চ্যাম্পিয়ন করাতে পারি। তবেই আমাদের সকলের এতদিনের পরিশ্রমের সার্থক হবে। এর পাশাপাশি আমার আরও একটা লক্ষ্য রয়েছে, সেটা হল, দেশের জার্সিতে আগামী দিনে আরও ভালো খেলার। আশাকরি আপনারা সবাই আমার পাশে আগেও যেভাবে ছিলেন এখনও সেইভাবে থেকে আমাকে উৎসাহিত করবেন। তাহলেই মাঠে নেমে নিজের সেরাটাই দিতে পারবো।'

জীবনের রঙ লাল-হলুদ
আপ্লুত কল্পনাদেবী, মুগ্ধ মনোময়-ঋজুরা

সমাচার প্রতিবেদন : ছোটোবেলা থেকেই আমার বেড়ে ওঠা বেহালা অঞ্চলে। আমার শৈশবের বেশিরভাগ সময়টা কেটেছে ওই অঞ্চলের জয়শ্রী পার্ক এলাকায়। সে সময় পাড়ার মাঠে ফুটবল খেলার জন্য অনেকেই নানারকম জার্সি গায়ে চড়িয়ে অমিয় (ঘোষ) দার কাছে ফুটবল খেলতে আসত। আমিও তাঁদের সঙ্গে খেলতাম। কিন্তু মজার ব্যাপার হল, কেন জানি না সেই সময় থেকেই ওই বন্ধুদের সঙ্গে আমার গায়েও লাল-হলুদ জার্সি উঠল, বেশ তখন থেকেই আমার ইস্টবেঙ্গলের প্রতি প্রেমে পড়া।



স্বপন বল নামাঙ্কিত সেরা সমর্থকের সম্মান কল্পনা চক্রবর্তীর হাতে তুলে দিচ্ছেন ক্লাব সচিব রূপক সাহা এবং সাংবাদিক অনিলাভ চট্টোপাধ্যায়। রয়েছেন ক্লাব কর্তা দীপঙ্কর চক্রবর্তী এবং আর এক সমর্থক মনোময় ভট্টাচার্যও।

এরপর প্রতিদিন বিকেলে মাঠ থেকে খেলে এসে আমার প্রিয় লাল-হলুদ জার্সিকে কত যত্ন করে ধুয়ে রেখে দিতাম। মনে পড়ে এখনকার মতো আমাদের সময়ে নম্বর লাগানো অবস্থায় জার্সি কিনতে পাওয়া যেত না। তাই অগত্যা বাড়িতে এসে সূঁচ সুতো দিয়ে নিজেই জার্সির পিছনে ১০ নম্বর লিখেছিলাম। আর এটা করেছিলাম তার কারণ হল, সেই সময় হায়দরাবাদ থেকে ইস্টবেঙ্গলে এসেছিলেন সাবির আলি। তিনি ওই ১০ নম্বর জার্সি গায়ে খেলতেন এবং তাঁর হেড ছিল খুব মারাত্মক। ইস্টবেঙ্গলের হয়ে তিনি বহু গোলও করেছিলেন হেড করে। রাইট আউট থেকে সুরজিৎ দা একের পর এক খেলোয়াড়কে তাঁর শৈল্পিক ছোঁয়ায় পরাস্ত করে ঠিকানা লেখা সেন্টার করতেন সাবির আলির উদ্দেশে। আর তা থেকেই লক্ষ্যভেদ করতেন হায়দরাবাদি স্ট্রাইকার। দিনের পর দিন এই জুটির সাফল্যই আমাকে আরও বেশি ইস্টবেঙ্গলের প্রেমে পড়তে সাহায্য করেছিল এবং ক্লাবের সঙ্গে সেই প্রেম এখন অনেকটাই গভীরে পরিণত হয়েছে। আমি মনে করি আমাদের এই সম্পর্ক অটুট থাকবে আমৃত্যু অবধি। আমার বলতে এতটুকু দ্বিধা নেই, বর্তমানে আমি সেই প্রেমের শিখরে রয়েছি।



স্বপন বল নামাঙ্কিত সেরা সমর্থকের সম্মান ঋজু দাস-এর হাতে তুলে দিচ্ছেন ক্লাব সচিব রূপক সাহা ও দীপঙ্কর চক্রবর্তী।

শৈশবে বাড়িতে বাবার কড়া শাসন এবং কিছুটা অর্থনৈতিক অসচ্ছলতার বাধা টপকে পাড়ার মাঠে খেলাধূলা করলেও ইস্টবেঙ্গলের খেলা মাঠে গিয়ে সেইভাবে দেখা হয়ে উঠেনি। কিন্তু তাই বলে কখনও ক্লাবের প্রতি ভালোবাসার টান এতটুকুও কমেনি। এরপর কলেজে পড়ার সময় থেকে আমার প্রথম গড়ের মাঠে যাওয়া শুরু। বাস থেকে মেয়ো রোডে নেমে রেড রোড টপকে রেম্পার্টে দাঁড়িয়ে খেলা দেখা। কারণ বাবার বকুনির ভয়ে সব সময় তাঁর কাছে খেলা দেখার পয়সা চাইতে পারতাম না। যাই হোক তারপর যখন ধীরে ধীরে নিজে কিছু রোজগার করা শুরু করলাম তখন ক্লাবের মাঠের ওই কাঠের গ্যালারিতে বসে খেলা দেখার যাত্রা শুরু হল আমার।

বর্তমানে সঙ্গীতের পর আমার একটাই ধ্যান, জ্ঞান, প্রেম, যাই বলি না কেন সেটা আমার প্রিয় ইস্টবেঙ্গল ক্লাবকে ঘিরে। ক্যারিয়ারের সমস্ত পরিকল্পনাই আমি করি ইস্টবেঙ্গলের খেলার দিনগুলি দেখে। ক্লাবের খেলা থাকলে যাতে আমি মাঠে গিয়ে সেই খেলা দেখতে পারি তার জন্য ওইভাবেই সিডিউল ঠিক করার চেষ্টা করি এবং যদি অগত্যা মাঠে নাও যেতে পারি, তাহলে অন্তত মোবাইলে যাতে ক্লাবের খেলা দেখতে পারি সেই ব্যবস্থাও করে রাখি। আসলে ইস্টবেঙ্গল আমার কাছে যে কি সেটা আমি বলে বা লিখে কাউকে বোঝাতে পারব না।

এবার আমার প্রিয় ইস্টবেঙ্গল ক্লাব আমাকে স্বপন বল নামাঙ্কিত সেরা সমর্থকের সম্মানে ভূষিত করলো। এই মুহূর্তটি আমি মনে করি আমার জীবনের সেরা মুহূর্তগুলির এটি একটি এবং এমন সম্মান আমার প্রিয় ক্লাবের থেকে পেয়ে আমি যেমন আপ্লুত, অভিভূত, ঠিক তেমনই আনন্দিত হয়েছি। এই সম্বন্ধে একটা কথা বলি, স্বপন দার সঙ্গে আমার সম্পর্কটা ছিল অত্যন্ত গভীর এবং নিবিড়। স্বপন দা আমার কাছে ছিলেন এক টুকরো আগুনের গোলা। স্বপন দাকে দেখে বোঝা যেত উনি কতটা পজিটিভ মনের মানুষ ছিলেন। স্বপন দা জীবিত থাকাকালীন প্রায় দিনই দাদার সঙ্গে আমার ফোনে কথা হতো। এমনকি সেই সময় দলবদল নিয়েও স্বপন দা আর আমার অনেক কথা হয়েছে। আজ সেই সব স্মৃতির পাতায় স্থান পেয়েছে। কাজেই স্বপন দার নামাঙ্কিত এই সম্মান আমার প্রিয় ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের থেকে পাওয়া আমার কাছে জীবনের অন্যতম সেরা পুরস্কার বলেই আমি মনে করি। কথাগুলি বলছিলেন মনোময় ভট্টাচার্য।

শুধু মনোময়ই নন, ইস্টবেঙ্গল ঘিরে যথেষ্ট আবেগময় বসিরহাটের বাসিন্দা কল্পনা চক্রবর্তীও। ৭৩ বছর বয়স হলেও প্রিয় ক্লাবের টানে আজও তিনি ছুটে যান মাঠে। আইএসএল জয়ের পর ক্লাবে পতাকা উত্তোলনের সময় নাতি-নাতনীদের সঙ্গে নিয়ে উপস্থিত হয়ে আগেবময় হয়ে পড়েছিলেন সত্তরোর্ধ্ব কল্পনাদেবী। লাল-হলুদ রঙটাই যেন তাঁর কাছে যাবতীয় শক্তির প্রেরণা। প্রিয় ক্লাবের কাছ থেকে এবার সেরা সমর্থকের সম্মান পেয়ে আবেগাপ্লুত কল্পনাদেবী। বললেন, 'জীবনের সেরা সম্মান পেলাম। আমার আনন্দ আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না। ক্লাবের সকল কর্তাদের আমি আমার কৃতজ্ঞতা জানাই। কল্পনাদেবীর মতোই সেরা সমর্থকের সম্মান পেয়ে অভিভূত হাওড়ার শ্যামল মজুমদার এবং সিআইটি রোডের ছোট্ট ঋজু-ও। এই দুজনও এমন সম্মান পেয়ে অভিভূত। লাল-হলুদ মানেই ওদের কাছে আবেগ, ভালোবাসা সবকিছু। যার টানেই ওরা বারবার ছুটে আসেন ক্লাবে। ঝড় কিংবা বৃষ্টি লাল-হলুদের ম্যাচ থাকলেই গ্যালারিতে উপস্থিত থাকেন ওনারা। গলা ফাটান প্রিয় দলের জন্য।

আনোয়ারদের আইএসএল জয় আমার সব দুঃখ ভুলিয়ে দিয়েছে



বিকাশ পাঁজি, প্রাক্তন ইস্টবেঙ্গল অধিনায়ক

অনেক জ্বালা, অনেক কটূক্তি সহ্য করতে হয়েছে। একটা সময় হারতে হারতে দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গিয়েছিল। মনে হয়েছিল, জীবন থাকতে দেখে যেতে পারবো তো আমার প্রিয় ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের আইএসএল জয়। কিন্তু এবার আর আমাদের হতাশ হয়ে ফিরতে হয়নি। এখন আমিও সদর্পে বলতে পারি আমার প্রিয় ইস্টবেঙ্গল ক্লাবও আইএসএল জয় করেছে। ক্লাবের একজন প্রাক্তন অধিনায়ক হিসেবে এই আনন্দের অনুভূতি ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়।

লাল-হলুদ জার্সি গায়ে খেলার জন্য যখন প্রথম ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে এসেছিলাম, তখন থেকেই ক্লাবের সঙ্গে নিজেকে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িয়ে ফেলেছি শুধু নয়, মনের অন্তর থেকে ভালোবেসে ফেলেছি ক্লাবকে। সে কারণে ইস্টবেঙ্গলের হার বা ব্যর্থতা এখনও মন থেকে কিছুতেই মেনে নিতে পারি না। দীর্ঘবছর প্রতীক্ষার পর এবার আমাদের প্রথমবার আইএসএল জয় আমার মনের সেই দুঃখকে মিটিয়ে দিয়েছে।

বললে হয়তো আপনারা অনেকেই বিশ্বাস করবেন না, কিন্তু তবুও বলছি, ২০২৫-২৬ মরশুম শুরু হওয়ার পর থেকেই যেন আমার মন বলছিল এবার সব বাধাপার করে আমরাই আইএসএল-এ চ্যাম্পিয়ন হব এবং শেষ পর্যন্ত তাই হলাম। ক্লাব যাতে এবার আইএসএল-এ চ্যাম্পিয়ন হয় তার জন্য ঠাকুরের কাছে ফুলমালা সহকারে প্রার্থনাও করেছি প্রতিদিন। আমি খুশি, ঈশ্বর আমার আশা পূরণ করেছেন বলে। এখন আমরাও বুক বাজিয়ে বলতে পারব, অন্যরা একা নয়, আমরাও আইএসএল চ্যাম্পিয়ন হয়েছি।

গত ২১ মে রাতে কিশোর ভারতীতে ইন্টার কাশীর বিপক্ষে শেষ ম্যাচ বিপিনের সেন্টার থেকে রশিদ গোল করতেই অগণিত লাল-হলুদ সমর্থকদের মতো আমিও দু'হাত তুলে আনন্দে নেচে উঠেছিলাম। উ-ফ্ সে কি আনন্দ আমার হয়েছিল আমি তা ভাষায় প্রকাশ করতে পারব না। আমি আরও বেশি খুশি হয়েছি ক্লাবের অগণিত সমর্থকদের মুখে হাসি ফুটছে দেখে। রোদ-ঝড়-বৃষ্টি উপেক্ষা করে দিনের পর দিন উনারা যেভাবে মাঠে এসে খেলোয়াড়দের পাশে থেকে উৎসাহ দেন বিপদে-আপদে সব সময়, আমার মনে হয় এই জয় তাঁদের জন্য এবং অগণিত ইস্টবেঙ্গল সমর্থকদের মুখে এই আনন্দের হাসি দেখে ক্লাবের প্রাক্তন অধিনায়ক হিসেবে আমার মনে হয়েছিল এর থেকে বড় পাওনা আর কিছু হতে পারে না। এবং টিম জেতার পর সমর্থকরা যেভাবে আমাকে জড়িয়ে ধরে আনন্দে মেতে উঠলেন, তখন মনে হল একটা সময় ইস্টবেঙ্গল জার্সি গায়ে খেলেছিলাম বলেই হয়তো আজও এমন ভালোবাসা পাই।

দীর্ঘ ২২ বছর পর এবারের আইএসএল-এ ক্লাবকে চ্যাম্পিয়ন করার জন্য দলের সঙ্গে যুক্ত প্রত্যেক খেলোয়াড় থেকে কোচ, সাপোর্ট স্টাফদের আমার তরফ থেকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাই। আমাদের শুধু আইএসএল জয়ই নয়, ইস্টবেঙ্গলের মহিলা ফুটবল দল যেভাবে দেশ এবং দেশের বাইরে একের পর এক সাফল্য পাচ্ছে তা ভারতবর্ষের অন্য কোনও দলের নেই। ব্যাক টু ব্যাক আইডব্লুএল, মহিলা সাফ কাপে চ্যাম্পিয়নের খেতাব এবার আমাদের দখলে। এই জন্য আমি অভিনন্দন জানাই মহিলা দলের প্রত্যেককে। মনে রাখতে হবে, আমাদের এখানেই থেমে থাকলে চলবে না। সকলকে চেষ্টা করতে হবে এই দুরন্ত পারফরম্যান্স আগামীদিনেও যেন আমরা ধরে রাখতে পারি। তবেই আমি আরও আরও বেশি আনন্দিত এবং খুশি হব। সবশেষে একটাই কথা বলব, এবার আমরা দুই বিভাগেই এএফসি খেলব। যেখানে লড়াই আরও কঠিন। তবে আমার আশা, ইস্টবেঙ্গল পুরুষ এবং মহিলা দুই বিভাগেই এএফসিতে ভালো ফল করবে এবং যদি সেটা আমাদের ফুটবলাররা করে দেখাতে পারেন তাহলে প্রাক্তন অধিনায়ক হিসেবে গর্বিত হব আমিও।

রাজ্য অ্যাথলেটিক্স মিট

খেতাব জয়ের হ্যাটট্রিক ইস্টবেঙ্গলের



রাজ্য অ্যাথলেটিক্সে চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর ট্রফি হাতে ইস্টবেঙ্গল অ্যাথলেট সচিব পার্থ রায় সহ কোচ ও অ্যাথলেটরা।

সমাচার প্রতিবেদন : চলতি বছর শুধু ফুটবলের পুরুষ-মহিলা বিভাগে ভারত সেরা হয়েই থেমে থাকল না ইস্টবেঙ্গল ক্লাব। এবার তারা নজির গড়ল বেঙ্গল স্টেট অ্যাথলেটিক্স মিটেও। গত ৯-১২ জুলাই সল্টলেকের সাই কমপ্লেক্সে অনুষ্ঠিত হয়েছিল চার দিন ব্যাপী ৭৪তম ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপ। সেখানে এই নিয়ে পর পর তিনবার চ্যাম্পিয়ন হয়ে রাজ্য অ্যাথলেটিক্সের আঙিনায় এক অনন্য নজির গড়লেন ইস্টবেঙ্গলের অ্যাথলিটরা।

এবারের এই টুর্নামেন্টে শুরুর দিন থেকেই নিজেদের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে শুরু করেন লাল-হলুদের অ্যাথলিটরা। যা বজায় ছিল টুর্নামেন্টের শেষ দিন পর্যন্ত। প্রথম দিন ইস্টবেঙ্গল ঝুলিতে পোরে বিভিন্ন বিভাগ মিলিয়ে মোট ১০টি সোনা, ১২টি রুপো, ৬টি ব্রোঞ্জ। এবং অল্পের জন্য পদক হাতছাড়া হয় ৫ জন অ্যাথলিটের। এরপর প্রথম দিন যেখানে শেষ করেছিলেন ইস্টবেঙ্গল অ্যাথলিটরা দ্বিতীয় দিন ঠিক সেখান থেকেই শুরু মশাল ব্রিগেডের। এই দিনে তাঁরা জয় করেন ২৩টি সোনা, ৮টি রুপো এবং ৬টি ব্রোঞ্জ। শুধু পদক জেতাই নয়, একই দিনে এর পাশাপাশি বিভিন্ন বিভাগে নতুন ৫টি মিট রেকর্ডও গড়ে ইস্টবেঙ্গল। লাল-হলুদের হয়ে যাঁরা এই নজির গড়লেন তাঁরা হলেন, জবের মুণ্ডা (অনূর্ধ্ব ২৩ পুরুষ বিভাগে ২০,০০০ মিটার হাঁটা রেস), রোশনি দাস (অনূর্ধ্ব ২৩ মহিলা বিভাগে ৮০০ মিটার হাঁটা রেস), অমিত্র ঘোষ (পুরুষ বিভাগে লং জ্যাম্প), গৌরব বৌরি (অনূর্ধ্ব-১৬, পুরুষ বিভাগে জ্যাভলিন থ্রো) এবং মণিকা রাহা, সোনালি দাস, নন্দিনী সাঁতরা, অপর্ণা বৈদ্য (এরা প্রত্যেকেই অংশগ্রহণ করেছিলেন অনূর্ধ্ব ২০ মহিলা বিভাগে ৪ × ১০০ মিটার রিলে রেসে।

একইভাবে নিজেদের সেরা ছন্দ অব্যাহত রেখে তৃতীয় দিন অর্থাৎ ১১ জুলাইও মাঠে নামে ইস্টবেঙ্গল। এই দিনে লাল-হলুদ অ্যাথলিটরা বিভিন্ন বিভাগে মোট ১৪টি সোনা, ১০টি রুপো এবং ১০টি ব্রোঞ্জ পদক জয় করেন এবং এই দিনেও দুটি মিট রেকর্ড গড়েন ইস্টবেঙ্গলের ক্রীড়াবিদরা। এরা হলেন অভ্র নান্দাল (অনূর্ধ্ব-১৮ পুরুষ বিভাগ, ৫০০০ মিটার) এবং সান রায় (অনূর্ধ্ব-১৬ পুরুষ বিভাগ, ৬০ মিটার)।

এরপর ১২ জুলাই প্রতিযোগিতার শেষ দিনেও নিজেদের পারফরম্যান্সের ধারা অব্যাহত রেখে প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী দলকে পিছনে ফেলে ৯০৪.৫ পয়েন্ট পেয়ে ব্যাক টু ব্যাক খেতাবের হ্যাটট্রিক সেরে চ্যাম্পিয়নের শিরোপা দখল করে নেয় ইস্টবেঙ্গল। এই প্রতিযোগিতায় মোহনবাগানের সংগ্রহ ৬২০.৫ পয়েন্ট।

আমাদের অলঙ্কার



১৯৭৫ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর আইএফএ শিল্ডের ফাইনাল ম্যাচে মোহনবাগানকে ৫-০ গোলে হারিয়ে শিল্ড চ্যাম্পিয়ন হয় ইস্টবেঙ্গল। চলতি বছর এই জয়ের ৫১ বছর পদার্পণ করল। সেই উপলক্ষ্যে বিশেষ দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখতে সেদিনের ম্যাচের চার খেলোয়াড় শ্যাম থাপা, সমরেশ চৌধুরী, তরুণ বসু এবং রঞ্জিত মুখার্জীকে পুষ্পস্তবক ও লাল-হলুদ উত্তরীয় পড়িয়ে সংবর্ধিত করে ইস্টবেঙ্গল ক্লাব।

যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে...



গত ৬ অক্টোবর (মঙ্গলবার) আমাদের সকলকে ছেড়ে চির ঘুমের দেশে পাড়ি দিয়েছেন ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের একনিষ্ঠ সদস্য তিলক দে। বুধবার (৭ অক্টোবর) তাঁর মরদেহ ক্লাব তাঁবুতে এসে পৌঁছলে তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা জানান ইস্টবেঙ্গলের কর্মকর্তারা।

বহু সদস্যের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত ইস্টবেঙ্গলের বার্ষিক সাধারণ সভা

প্রাক্তন কর্মীকে আর্থিক সাহায্য ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের



গত ২০ আগস্ট ক্লাবের বার্ষিক সাধারণ সভায় বক্তব্য রাখছেন ক্লাব প্রেসিডেন্ট মুরারিলাল লোহিয়া। উপস্থিত রয়েছেন ক্লাব সচিব রূপক সাহা, সহ সভাপতি কল্যাণ মজুমদার, অজয়কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, ক্রিকেট সচিব সঞ্জীব আচার্য, ক্লাব অফিসিয়াল ডাঃ শান্তিরঞ্জন দাশগুপ্ত এবং কোষাধ্যক্ষ দেবদাস সমাজদার এবং ফিনান্স সেক্রেটারি সদানন্দ মুখার্জি।



সম্পাদকীয় রিপোর্ট পড়ছেন সচিব রূপক সাহা।



সভায় বক্তব্য রাখছেন সহ সভাপতি কল্যাণ মজুমদার।



ক্লাবের প্রাক্তন কর্মী অরুণ কুমার চট্টোপাধ্যায় (অশ্রু)-কে আর্থিক সাহায্য তুলে দিচ্ছেন সহ সভাপতি কল্যাণ মজুমদার ও দেবব্রত সরকার।

সমাচার প্রতিবেদন : গত ২০ আগস্ট ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের ভিড়ে ঠাসা সদস্যদের উপস্থিতিতে মিডিয়া সেন্টারে অনুষ্ঠিত হল বার্ষিক সাধারণ সভা। বিগত বছরের মতো এবারেও এই সভাতে ক্লাবের সদস্যদের সামনে পেশ করা হয় আয়-ব্যয়ের হিসেব। সভায় উপস্থিত ছিলেন ক্লাবের প্রেসিডেন্ট মুরারিলাল লোহিয়া, সচিব রূপক সাহা, দেবব্রত সরকার, ক্রিকেট সচিব সঞ্জীব আচার্য, ফিন্যান্স সেক্রেটারি সদানন্দ মুখার্জী সহ আরও অনেকে। সভার শুরুতেই উপস্থিত সকল সদস্যদের সামনে বক্তব্য রাখেন ক্লাব প্রেসিডেন্ট মুরারিলাল লোহিয়া। তাঁর আবেগময় বার্তায় মুরারিবাবু বলেন, 'বিগত বছরে পুরুষ ও মহিলারাও দলের সাফল্য পেয়েছে তা এক কথায় অসাধারণ। আমরা এবার দুই এএফসির মূল পর্বে খেলবো। ইস্টবেঙ্গল ছাড়া ভারতবর্ষের কোনও ক্লাবের এমন নজির নেই।'



বার্ষিক সভায় বক্তব্য রাখছেন ক্লাবের কার্যকরী কমিটির সদস্য দেবব্রত সরকার।



দক্ষতার সঙ্গে ক্লাবের ক্রিকেট দল পরিচালনা এবং ফুটবল দলের আর্থিক সংকটের মুহূর্তে সাহায্য করার জন্য ক্রিকেট সচিব সঞ্জীব আচার্যকে কুর্নিশ জানাচ্ছেন দেবব্রত সরকার এবং ক্লাব সদস্য দিলীপ রায়চৌধুরী।





বার্ষিক সাধারণ সভার কিছু বিশেষ মুহূর্ত।

এবং ক্লাব যাতে আরও বেশি করে সাফল্য পায়, সেই জন্য তিনি সমর্থকদের সর্বত্র দলের পাশে থাকার অনুরোধ করেন। এবং তাঁদের সর্বত্র উৎসাহিত করার কথাও জানান ক্লাব প্রেসিডেন্ট। এর পাশাপাশি, ইনভেস্টের থেকে শুরু করে স্পনসর যারা বিভিন্ন সময়ে ক্লাবের পাশে থেকেছেন তাঁদের প্রত্যেককে তাঁদের পাশে থাকার জন্যও অভিনন্দন জানান মুরারিবাবু। মুরারিবাবুর পর সভায় বিগত বছরের আয়-ব্যয়ের হিসেব শোনালেন সদস্যদের সামনে সম্পাদকীয় বক্তব্য পড়ে শোনান সচিব রূপক সাহা। তারপর বিগত বছরের আয় ব্যয়ের হিসেব সদস্যদের পড়ে শোনান অর্থসচিব সদানন্দ মুখার্জী।



বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত ক্লাবের সদস্যদের একাংশ।

সভায় এরপর ক্লাবের সহ-সভাপতি কল্যাণ মজুমদারের বক্তব্যেও শোনা গেল ইস্টবেঙ্গল ক্লাব নিয়ে আবেগের সুর। কল্যাণবাবু বলেন, 'ইস্টবেঙ্গল ক্লাব বাঙালদের ক্লাব। এই ক্লাব প্রতিষ্ঠার পিছনে যে ইতিহাস আছে, তা পৃথিবীর কোনও ক্লাবের নেই। এটা আমাদের কাছে গর্বের। সুতরাং আমাদের সকলে মিলে এই প্রতিষ্ঠানকে আরও, আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য চেষ্টা করতে হবে। তবেই আমরা আমাদের পরবর্তী লক্ষ্যগুলি সম্পন্ন করতে পারব।'

ক্রিকেট সচিব সঞ্জীব আচার্য তাঁর আবেগময় ভাষণে বলেন, 'আমরা মৃন্ময়ী মায়ের সুন্দর মূর্তি দেখি, তা তৈরির পিছনে অনেকের ভূমিকা থাকে। ঠিক তেমনি একই কথা প্রযোজ্য ক্লাবের অগ্রগতি ও সাফল্যের ক্ষেত্রেও। সেখানে পিছন থেকে অনেকের ভূমিকা থাকে। ঠিক তেমনি একই কথা প্রযোজ্য ক্লাবের অগ্রগতি ও সাফল্যের ক্ষেত্রেও, সেখানে পিছন থেকে কর্মকর্তারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন বলেই একটি ক্লাব এত বছর ধরে এইভাবে এগিয়ে চলতে পারে। সুতরাং সদস্যদের কাছে আমার অনুরোধ আপনারা আরও বেশি করে আমাদের পাশে থাকুন, আমাদের আরও ভালো কাজ করতে উৎসাহিত করুন। দেখবেন আমরা আরও বেশি করে নিজেদের এগিয়ে নিয়ে যেতে পারব।' এরপর সদস্যরাও তাঁদের নিজেদের বক্তব্য কর্তাদের সামনে তুলে ধরেন।

এখানেই শেষ নয়। এই বার্ষিক সাধারণ সভার মঞ্চ থেকেই ফের একবার ইস্টবেঙ্গলের বর্তমান কর্তারা তাঁদের মানবিকতার পরিচয় তুলে ধরলেন উপস্থিত সকলের সামনে। সাতের দশকে লাল-হলুদের অন্যতম কর্তা অরুণ কুমার চ্যাটার্জী (অশ্রু)-কে আর্থিক সাহায্য করে তাঁর পাশে থাকার বার্তা দিলেন কর্তারা। ময়দানে অতি পরিচিত অশ্রুবাবুকে লাল-হলুদ উত্তরীয়, ফুলের স্তবক এবং আর্থিক সাহায্য তুলে দেন কল্যাণবাবু। প্রিয় ইস্টবেঙ্গল ক্লাবের কাছ থেকে এইরকম সাহায্য ও ভালোবাসা পেয়ে আবেগাপ্লুত অরুণবাবু নিজেও। সেই সাতের দশক থেকে ইস্টবেঙ্গলের কর্মী হয়ে তিনি নিজেকে মেলে ধরেছিলেন। ক্লাবের প্রতি তাঁর ভালোবাসা ও আত্মত্যাগের কথা সমর্থকদের সামনে ব্যাখ্যা করেন দেবব্রত সরকার। প্রসঙ্গত, শুধু খেলাধূলার ময়দানেই নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখা নয়, বরং সমাজের বিভিন্ন সামাজিক কর্মকাণ্ডের অংশীদার হতেও বদ্ধপরিকর ইস্টবেঙ্গল ক্লাব এবং এই বার্ষিক সাধারণ সভা থেকে উপস্থিত সদস্যদের সামনে সে কথাই ফের জানালেন ক্লাবের বর্তমান কর্তারা। এই বার্ষিক সাধারণ সভাতে ক্লাবের সদস্যদের উপস্থিতিও ছিল চোখে পড়ার মতো।